ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রয়টার্সের নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিহত

সারে-জমিন

লালগোলা থানায় তৃণমূলের বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

ফারাক্কা বাঁধের ১০৯টি গেট খোলায় আশঙ্কা

সম্পাদকীয়

এক হাঁটু জল টপকে যেতে হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

সাধারণ

ডুরান্ডের সেমিফাইনালে মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু লড়াই আজ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৭ আগস্ট, ২০২৪
১১ ভাদ্র ১৪৩১
২১ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 232 ■ Daily APONZONE ■ 27 August 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

নয়া ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা ওয়াকফ বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: দেশের মধ্যে প্রথম তেলেঙ্গানার ওয়াকফ বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নতুন ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় নামল। তেলেঙ্গানা ওয়াকফ বোর্ড সোমবার সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর বিরোধিতা করেছে এটিকে মুসলিম সম্প্রদায় এবং ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলিকে টার্গেট করার জন্য একটি পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে।
চেয়ারম্যান সৈয়দ আজমতউল্লাহ হুসেনির সভাপতিত্বে এবং হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি সহ সাত সদস্যের উপস্থিতিতে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের বৈঠকে ওয়াকফ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াইসি বলেন, তেলঙ্গানা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড "অসাংবিধানিক" ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করা দেশের প্রথম ওয়াকফ বোর্ড। এই বিলের বিরোধিতায় সমর্থনের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডিকে ধন্যবাদ জানান।

পুরনো কমিটি বাতিল করে নতুন তালিকা প্রকাশ শীঘ্রই

অবশেষে প্রাথমিক পর্ষদের সংশোধিত অ্যাডহক কমিটিতে থাকছে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অবশেষে প্রাথমিক পর্ষদের সংশোধিত অ্যাডহক কমিটি প্রকাশ করতে চলেছে, যেখানে থাকছে কমপক্ষে একজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি। উল্লেখ্য. গত ২২ শে আগস্ট প্রকাশিত প্রাইমারি বোর্ডের নবগঠিত ১২ জনের অ্যাডহক কমিটিতে রাখা হয়নি কোনো সংখ্যালঘু প্রতিনিধিকে। এ নিয়ে সরব হয়েছিল বিভিন্ন সংখ্যালঘু মহল। এমনকী শাসক থেকে বিরোধী উভয় শিবিরের সংখ্যালঘু জনপ্রতিনিধিরাও। প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হলেও তাদেরকে কেন ব্রাত্য করে তোলা হল।
উল্লেখ্য, দৈনিক 'আপনজন'-এ গত ২৩ শে আগস্ট এ বিষয়ে প্রথম খবর প্রকাশিত হয় এবং ২৪ আগস্ট রাজ্যের সংখ্যালঘু মহলের বিদ্বজ্জনদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়ে চড়ে বসে শিক্ষা দফতর থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. গৌতম পাল 'আপনজন' প্রতিনিধিকে বলেন, 'এই কমিটি আমি তৈরি করি না,

'আমার সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথা হয়েছে, বিষয়টি আমি বলেছি, শীঘ্রই সংশোধনী কমিটির তালিকা বের হবে।'

ড. গৌতম পাল, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রার্থমিক শিক্ষা পর্ষদ

এটা তৈরি করে স্কুল শিক্ষা দফতর। বিষয়টি আমি জানিয়েছি, সম্ভবত সংশোধনী একটি কমিটি পুনরায় প্রকাশিত হবে।' কবে নাগাদ ওই নতুন সংশোধনী কমিটি বের হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে গৌতম পাল বলেন, 'আমার সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথা হয়েছে। বিষয়টি আমি বলেছি। শীঘ্রই সংশোধনী কমিটির তালিকা বের হবে।' প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের অ্যাডহক কমিটির সঙ্গে নিয়োগ কমিটির পার্থক্য উল্লেখ করে গৌতম বাবু বলেন, 'নিয়োগ কমিটিতে সংখ্যালঘু, এসসি, এসটি, ওবিসি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সমস্ত প্রতিনিধিরাই থাকেন। ওটা আমি করি। নিয়ম মেনেই করা হয়। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি অ্যাডহক কমিটিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি রাখাটা উচিত ছিল।' অ্যাডহক কমিটির কাজ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পর্ষদের সভাপতি ড. গৌতম পাল জানান, 'অ্যাডহক কমিটি হল পলিসি মেকিং কমিটি। তিন মাস অন্তর এই কমিটির মিটিং হয়, সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই কমিটির একটি ভূমিকা থাকে।'
তবে নবান্ন সূত্রে খবর, প্রকাশ হতে চলা প্রাইমারি শিক্ষা বোর্ডের সংশোধিত অ্যাডহক কমিটিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি জায়গা পেতে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই এই নতুন কমিটির তালিকা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, গত ২২ শে আগস্ট নয়া কমিটির প্রকাশের পর 'প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল'-এর পক্ষ থেকে প্রথম প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোনাজাত আলী বিশ্বাস প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের অ্যাডহক কমিটিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি চেয়ে কমিটি সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে পুনঃবিবেচনার আবেদন জানান। অন্যান্য মুসলিম সংগঠনের তরফ থেকেও প্রাথমিক পর্ষদের অ্যাডহক কমিটিতে কমপক্ষে একজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি রাখার দাবি তোলা হয়।

নবান্ন জুড়ে নিরাপত্তা বলয়, মজুত জল কামান, 'বজ্র' ভ্যান

অভিযানের অনুমতি নেয়নি ছাত্রসমাজ: পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ধর্ষণ হত্যা মামলার প্রতিবাদে ছাত্রদের মঙ্গলবারের 'নবান্ন অভিযান' -এর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার বিভিন্ন মোড়ে, বিশেষত সংলগ্ন হাওড়া জেলার সংযোগকারী পয়েন্টগুলিতে মোট ৪,০০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হবে। হাওড়া জেলার মন্দিরতলায় অবস্থিত নবান্ন ও তার আশেপাশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৯৭ জন সিনিয়র অফিসারের তত্ত্বাবধানে ২,০০০ পুলিশ কর্মীকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানার না নিয়ে সকলকে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্যের পড়ুয়ারা। তাদের আমন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিজেপি সমর্থনের কথা জানালেও অন্য দলগুলি সমর্থন থেকে দূরে রয়েছে। বিশেষ করে এদিন ইউজিসি নেট পরীক্ষা থাকায় আর বিজেপি সমর্থন জানানোয় কংগ্রেস, সিপিএম দূরত্ব অবলম্বন করেছে।
ছাত্র সমাজ জানিয়েছে, মঙ্গলবারের প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দিতে ইচ্ছুকরা মধ্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হবেন এবং সেখান থেকে প্রতিবাদীরা রাজ্য সচিবালয়ের দিকে পদযাত্রা করবেন।
কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মিছিলকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি রুখতে মঙ্গলবার সিটি পুলিশ ও হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের কর্মীরা ছাড়াও

কমিশনারেট ও জেলা পুলিশের অন্যান্য ইউনিটের কর্মীদেরও মোতায়েন করা হবে। গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এই অভিযানে শামিল হতে পারে।
তাই এই প্রতিবাদ মিছিল যাতে কলকাতার দিক থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং হাওড়া সেতু পেরিয়ে গঙ্গার অপর প্রান্তে পৌঁছতে না পারে তার জন্য সোমবার বিকেল থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে কলকাতা পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যের পর থেকেই নবান্নকে ঘিরে ফেলা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী দিয়ে। সারারাত জোরদার নজরদারি রাখতে অতিরিক্ত জোরালো আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে নবান্নের চারপাশে। নবান্ন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে সব দোকান পাট বন্ধ রাখার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন বোধে গতিরোধ করা হবে অথবা নজরদারি জোরদার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানের দিন বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এদিকে নবান্ন অভিযান উপলক্ষে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় ১৫ হাজার পুলিশ মঙ্গলবার সকাল থেকে রাস্তায় নামছে। এছাড়া ইএফআর ও র‍্যাফ বাহিনী থাকছে। প্রস্তুত থাকছে কলকাতা পুলিশের চারটি জল কামান ও একাধিক কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া 'বজ্র' ভ্যান। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা জানান নবান্ন অভিযানের জন্য কোন সংগঠন পুলিশের কাছে কোনো রকম অনুমতি নেননি। ফলে মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান যেটি হবে সেটি বেআইনি। সতর্ক রয়েছে পুলিশ। যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

প্রথম নজর

পাথর শিল্পে কর্মবিরতি করে আরজি করের মিছিল

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলা রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের মাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাশড়া, নিরিশা, তাতবাঁধা, ঠাকুরপুরা সহ আরো বেশ কয়েকটি আদিবাসী গ্রামের ছোট থেকে বড় মহিলা থেকে পুরুষ আরজিকর ও আদিবাসী মহিলা খুনের প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করেন। এই মিছিল এর জন্য পাথর শিল্পের সমস্ত কাজকর্ম ১২ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ কর্ম বিরতি রাখা হয়। এই মিছিলটি শুরু হয় নিরিশা পেট্রোল পাম্পের কাছে হইতে ,পুরো পাথর শিল্প প্রদক্ষিণ করে মাশড়া পাথর সমিতি অফিসের কাছে এসে সমাপ্তি ঘোষনা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য আমরা সকলেই চাই আরজিকর কান্ড থেকে শক্তিগড়ের আদিবাসী খুন থেকে শুরু করে যত রকমের নৃশংস হত্যা বা ধর্ষণকারী আছে তাদের আইন মোতাবেক শাস্তি হোক কিন্তু তার জন্য ডাক্তাররা দীর্ঘদিন থেকে যে কর্ম বিরতি রাখছে বা আজ এই পাথর শিল্প বন্ধ রেখে মাশড়া- সালবাদরা এলাকার এই সমস্ত প্রতিবাদ মিছিলকে আমরা সমর্থন করি না।

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বড় গাছ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: সোমবার সকালে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল একটা আস্ত বড়ো সোনাঝুরি গাছ। পথযাত্রীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিকে ওদিকে দৌড় বড়ঞা থানার ডাকবাংলা বিডিও অফিসের সামনে ভেঙে পড়ল একটি আস্ত সোনাঝুরি গাছ। ফলে কান্দি পানুটিয়া রাজ্য সড়ক দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে রইল। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন কয়েকজন বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই সময় ওই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকজন যুবক। একই সময়ে সেখানে বাইক নিয়ে আসেন টোটো চালক সূর্যান জান শেখ। তিনি ওই গাছের নিচে টোটো লাগিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকতেই হালকা বাতাসে গাছটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

হেজবুল্লাহর সভা পাঁচলায়

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: রবিবার হাওড়া পাঁচলার বন হরিশপুর মধ্যমপাড়ার মোজাদ্দেদিয়া মসজিদে একটি দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরীফের সংগঠন হেজবুল্লাহর তরফেপীর হযরত আল্লামা আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী হুজুরের রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি সরসিনা দরবার শরীফে পীর সদ্য প্রয়াত শাহ মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ হোসাইনের জন্যও বিশেষ ভাবে দোয়া করেন ঈমাম গোলাম নবী। উপস্থিত ছিলেন সেখ আক্তার হোসেন,সেখ সৈয়েদুর রহমান,মহ,ফারহাদ মল্লিক,মহ, খলিলুর রহমান মন্ডল,হাজি সেখ সিরাজ আলি ও সেখ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

শকুনের রাজনীতি করছে বিজেপি, অভিযোগ কুনালের

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপি সমর্থিত ছাত্র সমাজরে নবান্ন অভিযান। যদিও সেই অভিযানের জন্য পুলিশের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেওয়া হয় নি বলে জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই নবান্ন অভিযান নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। সেই বিষয় নিয়েই সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কুনাল ঘোষ দুটি ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ করেন। সেই ভিডিওতে নবান্ন অভিযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে দু জনকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'একটা দুটো বডি যদি না পড়ে কিচ্ছু হবে না। গুলি চলবে, রবার বুলেট চলবে।' '২৭ তারিখ ওখানে বডি পড়বেই', এমন মন্তব্যও শোনা গিয়েছে ভিডিওতে। যদিও এই ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করিনি আমরা। প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ করে ওই ভিডিও সামনে এনে কি প্রমাণ করতে চাইছেন কুনাল ঘোষ? তিনি আরো বলেন, আগামিকালের কর্মসূচিকে রক্তাক্ত করতে এবং হিংসা ছড়িয়ে দিতে বড় চক্রান্ত চলছে। এমন কি, পুলিশের পোশাক পরে মিছিলে আসা মানুষের উপর গুলি চালানো হতে পারে বলেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুনাল ঘোষ বলেন, এই মুহূর্তে বিজেপির একটা বডি চাই। মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করার জন্য ওরা মুখিয়ে আছে। সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, এটা শকুনের রাজনীতি করছে বিজেপি।

ইউটিউব কমিউনিটির ডাকে প্রতিবাদ মিছিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সোশ্যাল মিডিয়ায় যাঁরা সবসময় এক্টিভ থাকেন এবং যাঁরা বিভিন্ন ধরনের কনটেন তৈরি করে মানুষকে আনন্দ দেন এবার তাঁরা একজোট হয়ে আরজি করে তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করলেন দুবরাজপুর শহরে। তাই আজ বৈকালে বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের ইউটিউব কমিউনিটি এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের ডাকে তিলোত্তমার ন্যায় বিচারে পদযাত্রা করা হয়। তাঁদের একটাই দাবি, জাস্টিস ফর আরজি কর...। এদিন এই প্রতিবাদ মিছিল দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বর শিব মন্দির থেকে শুরু করে কামারশাল মোড় দিয়ে সারদা ময়দান পর্যন্ত পৌঁছায়। এই মিছিলে সোস্যাল মিডিয়ার ইউটিউব এবং ইনফ্লুয়েন্সার ছাড়াও শতাধিক যুবক যুবতী হাজির ছিলেন। পাশাপাশি মিছিলের অগ্রভাগে হুইল চেয়ার নিয়ে একজন বিকলাঙ্গ প্রতিবাদী নারীকেও দেখা গেল। তাঁদের এই মিছিলে শ্লোগান ছিল "একটাই ডাক, একটাই দাবি -- তিলোত্তমার বিচার বাকি"। মহম্মদ আজহার উদ্দিন ওরফে আজু যিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় গুরুজি নামে খ্যাত তিনি জানান, আমাদের এই প্রতিবাদ করার একটাই উদ্দেশ্য সেটা হল তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় যাঁরা দায়ী তাঁদের অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হোক।

অপহরণের পর মুক্তি পণ দাবি করায় ধৃত ২

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় চাপড়া পুলিশের সাফল্য! অপহরণের পর তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে গ্রেপ্তার ২ বড়সড় সাফল্য পেল কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ যুবক অপহরণের অভিযোগ পেয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই অভিযান চালিয়ে তাঁকে উদ্ধার করল পুলিশ। এর মূল কৃতিত্ব চাপড়া থানার আইসি ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অনিন্দ্য মুখার্জী গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অপহরণকারীদের সঙ্গে উস্তমের বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল রবিবার দুপুরে অপহরণের পর তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে যুবকের মায়ের কাছে। এর পরই ওই যুবকের মা মাছুরা ঘারামি পুলিশের দ্বারস্থ হন। তদন্তে নেমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপহরণের ছক ধরে ফেলেন পুলিশকর্তারা। চাপড়া থানার তালুখোদা গ্রামে বাসিন্দা মাছুরা ঘারামি বলেন,বিদেশ কর্মরত ছিল বাড়িতে এসে পাসের গ্রামে তার আত্মীয় বাড়ীতে গিয়েছিলেন উস্তম সেখ। সেখান থেকে বেরনোর পর আমজাদ সেখ নামে এক ব্যক্তি-সহ কয়েক জন উস্তাম অপহরণ করে নিয়ে যায়। এর পর ফোন করে তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় মায়ে কাছে। চাপড়া থানার পুলিশ মোবাইল ফোনে সূত্র ধরে অপহরণকারীদের গ্রেফতার করে।

শিক্ষক সভায় আর জি কর নিয়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: রাজ্যের হাইস্কুল ও মাদ্রাসার অনার্স পিজি টিচারদের সংগঠন অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর বার্ষিক সাধারণ সভা জলপাইগুড়ি টাউনে একটি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল।

রবিবার ও সোমবার পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, নদীয়া, উত্তর দিনাজপুর, হুগলি সহ রাজ্যের ২০ টি জেলা থেকে আগত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই মিটিং হল। ক্যাস(পদোন্নতি), ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ্ স্কিম, ইএল, পিতৃত্বকালীন ছুটির সংখ্যা বৃদ্ধি, বকেয়া ডিএ প্রদান, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, অনার্স পোস্টের টিচারদের পিজি স্কেল, তৃতীয় ভাষার বিষয়গুলির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ৮৫ দিনের ছুটি চালু সহ বিভিন্ন দাবি সহ আর জি কর কান্ড নিয়ে আলোচনা হয়। গ্রুপ মেডিকেল পলিসি(ভরসা) ও উত্তরবঙ্গের টিচারদের নিয়ে মতবিনিময় হয়। আর জি কর হসপিটাল ঘটনা নিয়ে এই রাজ্য কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার মঞ্চ থেকেও তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সেক্রেটারী চন্দন গরাই, ক্ষমতার জোরে শিক্ষকদের লড়াই ও আন্দোলনকে দমাতে পারবে না প্রশাসন।

পুলিশের বিরুদ্ধে লালগোলা থানায় তৃণমূলের বিক্ষোভ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলা থানায় রাত্রি সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূলের। রবিবার বিকেলে লালগোলা থানার সীতেশনগর ঘাট এলাকায় নিজের দাদার হাতে খুন হয় হাজিকুল ইসলাম (৪১)। তৃণমূলের দাবি, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল হাজিকুল। অন্যদিকে অভিযুক্ত খায়ের শেখ এলাকায় কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই, পারিবারিক জমি বিবাদের কারণে এই ঘটনা বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ, জমি বিবাদের জেরে জুন মাসের ১৯ তারিখ দাদা খায়ের সহ তার দলবল হাজিকুলের উপর চড়াও হয়। শরীর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ১০ দিন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে হাজিকুল। জুলাই মাসের ২৪ তারিখ আবারো তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতিদের হাত থেকে জামাইকে উদ্ধার করতে গেলে হাজিকুলের শ্বশুর গুল্লু রহমানকে মেরে পঙ্গু করে দেয় খায়ের সহ তার দলবল। প্রাণে বাঁচতে মাস দেড়েক আগে হাজিকুল পাশের গ্রাম ইশাপুরে চলে যায়। কিন্তু পুলিশকে দু'বার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ।

লালগোলা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মোতাহার হোসেন রিপন বলেন, 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণে খুন হতে হল আমাদের দলের কর্মীকে। খুন হওয়ার আগে দু'বার আক্রান্ত হয় হাজিকুল, অথচ পুলিশ নিরব ছিল। পুলিশকে একাধিকবার জানিয়েছিলাম, তারা আগে পদক্ষেপ নিলে আমাদের কর্মীকে খুন হতে হত না।'

এই ঘটনার প্রতিবাদে লালগোলা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য মোতাহার হোসেন রিপনের নেতৃত্বে রবিবার রাতে লালগোলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা। রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত থানা ঘেরাও করে থাকে তারা। একপর্যায়ে তৃণমূল কর্মীরা থানার সামনে শুয়ে পড়ে। লালবাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রীৎ সিং লালগোলা থানায় পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ বন্ধ করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে হাজিকুলের বাবা সেরাজুল শেখ ওরফে নবীকে একই স্থানে অর্থাৎ সীতেশনগর ঘাট এলাকায় কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়। নবী সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিল এলাকায়।

গঙ্গা ভাঙন আর বন্যা পরিস্থিতির কারণে বিপন্ন মালদার ভূতনি চর

দেবাশিস পাল ● মালদা

আপনজন: এ যেন সাঁড়াশি আক্রমণ। একদিকে গঙ্গা ভাঙন। অন্যদিকে বন্যা পরিস্থিতি। গঙ্গার জল বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে দিয়েছে মালদার ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা। বানভাসি বহু মানুষ। জলস্তর ছুঁয়েছে বিপদ সীমা। ফলে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি। গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মত সোমবার দুপুর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর জলস্তর আবারও বেড়েছে। ছিল প্রায় ছয় সেন্টিমিটার। বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে ২৫.২০ মিটারে। জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা।এই পরিস্থিতিতে বন্যার জলে জলমগ্ন এলাকা থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তর করতে তৎপর হয়েছে জেলা প্রশাসন। সোমবার সাত সকালে মানিকচকে হাজির হন মালদহের জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এছাড়াও উপস্থিত অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক সহ মানিকচকের ব্লকের বিডিও, আইসি, বিএমওএইচ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা এলাকা পরিদর্শন করেন। মথুরাপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফাঁকা ময়দান ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা। ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় তড়িঘড়ি ভূতনির জলমগ্ন এলাকায় থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধার করে সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য। গঙ্গার জলে প্লাবিত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর নির্দেশ দেন জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া। ত্রাণ শিবিরগুলিতে আরও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সুলভ শৌচাগার ও অস্থায়ী ঘর তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। তিনি বলেছেন, "যে সমস্ত এলাকায় বাঁধে ফাটল ধরেছে, সেগুলিতে কাজ চলছে। ত্রাণ সামগ্রী পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা গ্রামগুলিতে নিয়মিত ঘুরছেন।' অন্যদিকে সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে,গঙ্গার জল ২৫.৩৫ মিটার উচ্চতা ছুঁয়েছে। যা চরম বিপদসীমার উপরে। সেচ দফতরের কথায়, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

নতুন গতির ঈদ সংখ্যা প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সাপ্তাহিক নতুন গতি পত্রিকা আয়োজিত ঈদ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে। চিরাচরিত প্রথা নিয়ম অনুযায়ী সভা শুরু হয় পবিত্র কোরআন পাঠ দিয়ে। এই মহতী অনুষ্ঠানে কবি সানজিদা খাতুন কে সংবর্ধিত করা হয় নতুন গতির পক্ষ হতে ।প্রারম্ভিক ভাষণ দেন ড, রমজান আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ড,মইনুল হাসান। নতুন গতির ঈদ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ড, মীরাতুন নাহার,এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, প্রাবন্ধিক ইসহাক মাদানী, ড, কুমারেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ড,সিরাজুল ইসলাম, ড, সাইফুল্লাহ,বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ আলতাফ উদ্দিন সরকার, কেজিএন মার্বেল গ্রুপের কর্ণধার আলহাজ্ব শেখ সিরাজুল হক, সাহিত্যিক আব্দুর রউফ, শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, শিক্ষাবিদ ড, সে কামাল উদ্দিন, শিক্ষাবিদ খাদেমুল ইসলাম ড, সুরঞ্জন মিদ্দে ড, কুতুব উদ্দিন বিশ্বাস, শিক্ষাব্রতী সাহিদ আকবর, কবি কেতকী মির্জা,সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কবি সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ্ সমাজসেবী সহ বিশিষ্টজনেরা। বক্তব্যে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় নতুন গতির বৃহৎ আকারের ঈদ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে অভিভূত ।নতুন গতির সম্পাদক এমদাদুল হক নূরের ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ড, মিরাতুন নাহার নতুন গতি পত্রিকা বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশ করে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। নতুন প্রজন্মকে পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় আগিয়ে আহ্বান জানান। নতুন কবি সাহিত্যিকদের জায়গা করে দিয়েছে নতুন গতি। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার অপর নাম নতুন গতি জানালেন ড, মইনুল হাসান। সম্পাদক এমদাদুল হক নূর বলেন আপনাদের ভালবাসা আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া সর্বোপরি শিক্ষা দরদী বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেবের অবদানের কথা তিনি তুলে ধরেন। এদিন গ্রন্থ প্রকাশ হয় 'সংগ্রামী নায়ক নায়ক নিরব সমাজসেবক আফতাব উদ্দিন সরকার'লিখেছেন কুতুব আহমেদ। নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক নূর ও সহ-সম্পাদক মনিরা খাতুন বিভিন্ন জেলা থেকে যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার টানে হয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুজতবা আল মামুন, আসাদুল ইসলাম রফিক উদ্দিন মন্ডল।

শারদোৎসবের সূচনা হল বেলুড় মঠে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শারদোৎসবের সূচনা হল বেলুড় মঠে।

সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন বেলুড় মঠে দেবী দূর্গার কাঠামো পুজো হয়। এর মাধ্যমেই শারদোৎসবের সূচনা হয় এদিন থেকেই। প্রথা মেনেই মঠে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়েই শারদীয়া উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে থাকে প্রতি বছর। সেই চিরাচরিত রীতি মেনেই এদিন জন্মাষ্টমীর সকালে বেলুড় মঠে দেবী দূর্গার কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু হলো এ বছরের দেবীর আবাহন। মঠের এই পুজো ১২৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। ভাবগম্ভীর পরিবেশে মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তির ডান দিকে হয় এই কাঠামো পূজা। চণ্ডীপাঠ পূজার্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে হয় এই পুজো। এককথায় এদিন থেকেই দেবী দূর্গার আবাহন শুরু হয়ে গেল বেলুড় মঠে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দিল খানের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের লাল মাটি রিসর্টে দিল খানের উদ্যোগে এক রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান শিবিরে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় দু হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে বলে কর্মকর্তারা জানান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলাম, শিক্ষক জনাব আবেদিন হক আদি, রাত ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান প্রমুখ।

এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা জানান, আমরা সারা বছরই সামাজিক কাজকর্ম করে থাকি, আমাদের কাজ শুধু আমাদের শহর নয় জেলা নয় রাজ্যের কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতেও করে যাবো।

হাওড়াতে বৃষ্টির জমা জলে চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃষ্টির জমা জলে দুর্ভোগ। আর এর জেরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষ। আর তা সামাল দিতে হাওড়া পুর প্রশাসককে জমা জলে নামতে হল। ঘটনাটি হাওড়ার ডুমুরজলা আনন্দময়ী আশ্রমের সামনের। জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে ওই এলাকার বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিবাদে সোমবার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ওই এলাকায়। এলাকার মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলে ।পুলিশকেও বিক্ষোভকারীদের মুখে পড়তে হয়। এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, বৃষ্টি ও নর্দমার জল ঘরে জমে থাকার কারণে শনিবার ও অবরোধ হয়েছিল হাওড়ার সালকিয়া এলাকায়। এরপর রবিবার অবরোধ হয় হাওড়ার ডুমুরজলা এলাকায়। দাসনগর এবং ইছাপুর এলাকার মানুষ এদিন পথে নামে। এদিন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুর প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী এলে তাকে ঘিরে মানুষ ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় । সুজয় চক্রবর্তীকে জলে নামিয়ে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ চলতে থাকে। স্থানীয় মানুষের দাবি,তখনই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরে সুজয় বাবু আশ্বাস দেন যে তিনি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। উল্লেখ্য ,জমা জল নামাতে জলে নামতে হল পুর প্রশাসককে । অন্যদিকে,ডুবন্ত জাহাজ থেকে ১১ জন নাবিককে উদ্ধার করলো হলদিয়ার উপকূলরক্ষী বাহিনী।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের বৈঠক তমলুকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুব

আপনজন: রবিবার অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন এসোসিয়েশন এন্ড চেরিটেবিল ট্রাষ্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল তমলুকে।

এদিনের বৈঠকে সংগঠনের বহুমুখী কাজকর্মের অগ্রগতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ইমাম মুয়াজ্জিনদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার জ্ঞানী গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তমলুকে ইমাম মুয়াজ্জিনদের জেলা সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন এসোসিয়েশন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সানাউল্লাহ খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোক্তাতার হোসেন মন্ডল, জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সভাপতি তথা জেলার জেলা ইমাম মাওলানা শাহাদাত হোসেন, হাফেজ আক্তার হোসেন সহ জেলার সমস্ত ব্লকের ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ। দোষীদের মুখোশ খুলে দেয়া হোক । মগরাহাটের যুবসমাজ এর বিচার চাই ,বিচার চাই, পাশাপাশি নারীদের নিরাপত্তার সুনিশ্চিত করতে হবে, নারীদের স্বাধীনতা দিতে হবে বলে কলেজের ছাত্রী রাজিয়া সুলতানা ।

প্রথম নজর

পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভয়াবহ হামলা, নিহত ৬০

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে পুলিশ স্টেশন, রেললাইন ও মহাসড়কে যানবাহনে একযোগে হামলা চালিয়েছে সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা। এই হামলায় অঞ্চলটিতে ৬০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সোমবার (২৬ আগস্ট) দেশটির সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বহু বছর ধরে পাকিস্তানের খনিজসমৃদ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। স্বাধীন বেলুচিস্তানের দাবিতে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সাথে লড়াই করছে তারা। এই প্রদেশে সোনা ও তামার খনি ছাড়াও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ গোয়াদর বন্দর রয়েছে। দেশটির এই বন্দরে চীনের ব্যাপক বিনিয়োগ রয়েছে। এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি বলেছেন, এসব হামলা পাকিস্তানে নৈরাজ্য সৃষ্টির সুপরিকল্পিত নীলনকশা। রোববার ও সোমবারের হামলার পর নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে অন্তত ১২ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। দেশটির সেনাবাহিনী বলেছে, সন্ত্রাসীদের বৃহৎ হামলার পর সংঘর্ষে ১৪ সেনা ও পুলিশ এবং ২১ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। হামলার সময় বেলুচিস্তানের প্রধান মহাসড়কে বাস থেকে পণ্যবাহী যানবাহনকেও লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে সন্ত্রাসীরা। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে ১২ সন্ত্রাসীর নিহতের তথ্য জানানো হয়েছে; তা সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষ্কার হওয়া যায়নি। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় কমপক্ষে ২৩ যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৩৫টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। দেশটির রেলওয়ে বিভাগের কর্মকর্তা মুহাম্মদ কাশিফ বলেন, বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীর সাথে পাকিস্তানের বাকি অংশকে সংযোগকারী একটি রেল সেতুতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া প্রতিবেশি ইরানের সাথে সংযোগকারী রেললাইনে বিস্ফোরণের পর কোয়েটার সাথে রেল চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। দেশটির পুলিশ বলেছে, রেলওয়ে সেতুর যে স্থানে হামলা হয়েছে, সেখানে এখনও অন্তত ছয়জনের মরদেহ পড়ে আছে।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রয়টার্সের নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে প্রাণ হারিয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সের নিরাপত্তা উপদেষ্টা রায়ান ইভানস। এতে আহত হয়েছেন আরো দুই সাংবাদিক। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।
এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার (২৪ আগস্ট) ইউক্রেনের ক্রামাতোরস্ক শহরের হোটেল স্যাফায়ারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। এতে রয়টার্সের নিরাপত্তা উপদেষ্টা রায়ান ইভানস নিহত হয়েছেন। হোটেলে রয়টার্সের ছয়জনের একটি দলের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা।
৩৮ বছর বয়সী রায়ান এক সময় ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২২ সাল থেকে তিনি ইউক্রেনে কর্মরত ছিলেন। রয়টার্স বলেছে, 'আমরা জরুরিভাবে ক্রামাতোরস্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করাসহ হামলার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। আমরা আমাদের সহকর্মী এবং তাদের পরিবারের পাশে আছি।'
এদিকে ইউক্রেনীয় প্রশাসন দাবি করেছে, সাংবাদিকদের আবাসিক হোটেল টার্গেট করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রাশিয়া। দেশটির ভূখণ্ডে গণমাধ্যমকর্মীর মৃত্যুতে শোকও জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
তিনি দাবি করেছেন, হোটেলটিতে রাশিয়ার ইস্কান্দার ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে, যা ৫০০ কিলোমিটার (৩১০ মাইল) দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম। তবে জেলেনস্কির এই দাবির বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া হোটেলটিতে আঘাত হানা ক্ষেপণাস্ত্রটি রাশিয়া ছুড়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি রয়টার্স।

বুরকিনা ফাসোতে জঙ্গি হামলায় ২০০ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: সহিংসতায় বিধ্বস্ত পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে সশস্ত্র হামলায় ২০০ জন নিহত হয়েছেন। এ হামলায় আহত হয়েছে আরো ১৪০ জন। আল-কায়েদার সাথে যুক্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী জামায়াত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিম (জেএনআইএম) সেন্ট্রাল বুরকিনা ফাসোতে একটি হামলার দায় স্বীকার করেছে। রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার কায়া শহরের প্রায় ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) উত্তরে অবস্থিত বারসালোঘো অঞ্চলে এই হামলার ঘটনা ঘটে। বিশ্লেষকেরা এই কায়া শহরটিকে রাজধানী ওয়াগাদুগুকে রক্ষাকারী সর্বশেষ স্থায়ী বাহিনীর আবাসস্থল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
আল জাজিরা বলছে, হামলার সময় নিরাপত্তা ফাঁড়ি রক্ষার জন্য পরিখা খননকারী লোকজনের ওপর গুলি চালায় জঙ্গিরা। হামলার পর বেশ কয়েকজন সৈন্য নিখোঁজ ছিল এবং হামলাকারীরা অস্ত্র ও একটি সামরিক অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যায়। সেনেগালের ডাকার থেকে আল জাজিরার নিকোলাস হক বলেছেন, জেএনআইএম হামলার পরের ভয়াবহ ভিডিও পোস্ট করেছে। তিনি বলেন, আমরা দেখেছি, নারী-পুরুষ এবং শিশুরা যেই পরিখা খনন করছিল, তাঁরা সেটির ভেতরে মরে পড়ে আছে। কার্যত এটি তাদের গণকবরে পরিণত হয়েছে।
হামলায় আহতদের চিকিৎসার জন্য এলাকার হাসপাতালে কায়া থেকে ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের আনা হয়েছে। নিকোলাস হক উল্লেখ করেছেন, বুরকিনা ফাসোর সেনাবাহিনী শুক্রবারই জানত যে, একটি আক্রমণ ঘটতে চলেছে এবং এ লক্ষ্যে জনগণকে তাঁরা পরিখা খননের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, এটি বুরকিনা ফাসোর সেনাবাহিনীর হতাশাকেই তুলে ধরছে। এই বাহিনী আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছে তাদের দেশের অর্ধেক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।
বুরকিনা ফাসোতে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং ২০ লাখেরও বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। সাম্প্রতিক নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি) বিশ্বের সবচেয়ে অবহেলিত বাস্তুচ্যুতি সংকটের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে দেশটি।
এনআরসি অনুসারে, সহিংসতায় গত বছর এই দেশটিতে ৮ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছেন, যা আগের বছরের মৃত্যুর তুলনায় দ্বিগুণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে: নাসরুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের রাজধানী তেলআবিবের কাছের একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন হিজবুল্লাহ। রোববার রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। তিনি আরো জানিয়েছেন, এবারই প্রথমবারের মতো লেবাননের বিকা অঞ্চল থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে ড্রোন ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। নাসরুল্লাহ বলেছেন, রোববার শুধুমাত্র সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে। দখলদার ইসরায়েলের রাজধানী তেলআবিব, বেন গুরিন বিমানবন্দর অথবা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর ভবনে হামলা চালানোর কোনো উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। এছাড়া আজকের হামলায় কোনো নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন এমন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হবে। হাসান নাসরুল্লাহ জানিয়েছেন, তাদের সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ সুখরকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালানো হয়েছে। দখলদার ইসরায়েল দাবি করেছে, হিজবুল্লাহর হামলায় তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। নাসরুল্লাহ জানিয়েছেন, যদি আজকের হামলার মাধ্যমে ইসরায়েলের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়ে থাকে তাহলে তাহলে পরবর্তীতে আবারও হামলা চালানো হবে। এখন তারা যাচাই-বাছাই করছেন কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যদি ফলাফল সন্তোষজনক হয় তাহলে ফুয়াদ সুখরকে হত্যার প্রতিশোধ এখানেই সমাপ্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আর সন্তোষজনক না হলে আবারও হামলা হবে।

মাত্র এক মাসে ৪৫ কোটি ডলার চাঁদা সংগ্রহ কমলা হ্যারিসের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিস এক মাসের মধ্যেই চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি এরইমধ্যে ৪৫ কোটি ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, যার একটি বড় অংশ এসেছে গত সপ্তাহে।
কমলা হ্যারিস বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে তার প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে চাঁদা আসার পরিমাণ বেড়েছে।
খবরে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে একাই ৮ কোটি ২০ লাখ ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে, যা কমলা হ্যারিসের প্রার্থিতার প্রতি মানুষের আগ্রহের প্রতিফলন বলে মনে করছেন তার প্রচারণা ব্যবস্থাপক জেন ও'মেলি ডিলন।
তিনি বলেছেন, 'এই সময়ের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ এর আগে কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় সংগ্রহ করা হয়নি।'
কমলা হ্যারিসের প্রার্থিতা ঘোষণার পরপরই গণমাধ্যমে বিশেষ করে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তুলনা শুরু হয়। ট্রাম্প সম্প্রতি প্রচারণায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। এখন কমলা হ্যারিসের বিপরীতে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন তিনি।
আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আগে কমলা হ্যারিস এবং তার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী টিম ওয়ালজ এই সপ্তাহে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে তাদের প্রচারণা চালাবেন। বাসে করে প্রচারণা চালানোর এই উদ্যোগটি, ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই রাজ্যটি গত কয়েকটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থায় ছিল, এবং এবারের নির্বাচনে তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ডেমোক্র্যাটরা বিশ্বাস করে, জর্জিয়ায় জয়লাভ করলে তারা জাতীয় নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে পারবে।
হ্যারিসের প্রচারণা শিবির জর্জিয়ার বিভিন্ন অংশে সমাবেশ ও জনসংযোগ কার্যক্রমের আয়োজন করবে, যেখানে তারা স্থানীয় ইস্যু, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কথা বলবেন। প্রচারণার সময় তারা বিশেষভাবে তরুণ ভোটারদের প্রতি মনোযোগ দেবেন, যাদের সমর্থন নির্বাচনের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।
এছাড়া, হ্যারিস এবং তার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী টিম ওয়ালজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তারা তাদের নীতিগুলো তুলে ধরবেন এবং কেন এই নীতিগুলো দেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর হতে পারে তা ব্যাখ্যা করবেন।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাদের প্রচারণার একাংশে ট্রাম্প প্রশাসনের নানা ব্যর্থতার বিষয়টিও তুলে ধরবে। তারা বিশেষভাবে করোনা মহামারির সময় ট্রাম্পের পদক্ষেপের সমালোচনা করবেন এবং হ্যারিস-ওয়ালজ জুটির পরিকল্পনাকে সেই ব্যর্থতার প্রতিষেধক হিসেবে উপস্থাপন করবেন।
অন্যদিকে, হ্যারিসের প্রচারণার অর্থনৈতিক সাফল্য রিপাবলিকান শিবিরে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্পের প্রচারণা শিবিরকে এখন নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হতে পারে, বিশেষ করে যেখানে অর্থ সংগ্রহ এবং সমর্থন বৃদ্ধির বিষয়টি রয়েছে।
শেষ পর্যন্ত, কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারণার এই অভূতপূর্ব সাফল্য তাকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা নির্বাচনের দিন তার পক্ষে বড় ধরনের ফল বয়ে আনতে পারে।

মালিতে ড্রোন হামলায় ১৫ বেসামরিক নাগরিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: মালিতে ড্রোন হামলার ঘটনায় শিশুসহ অন্তত ১৫ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার দেশটির উত্তরাঞ্চলে ওই হামলা চালানো হয়। সংবাদমাধ্যম এএফপির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আলজেরিয়ার কাছে অবস্থিত টিনজাউতেনে শহরে হামলার ঘটনায় মালির জান্তা বাহিনী এবং রাশিয়ার ভাড়াটে গ্রুপ ওয়াগনার বাহিনীকে দোষারোপ করছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। তাদের দাবি, এই হামলায় ১১ শিশুসহ ২১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। জুলাইয়ের শেষের দিকে ওই শহরে বড় ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটে। সে সময় তুয়ারেগ নেতৃত্বাধীন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দাবি করেছিল যে, মালির সেনাবাহিনী এবং ওয়াগনারের পরাজয় ঘটেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী মুখপাত্র মোহাম্মদ এলমাউলউদ রামাদানে বলেছেন, রোববার প্রথমে একটি ফার্মেসি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এরপরেই আরও কয়েকবার হামলার ঘটনা ঘটে। সে সময় একসঙ্গে জড়ো হওয়া লোকজনকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। স্থানীয় এক রাজনীতিবিদ সংবাদমাধ্যম এএফপিকে জানিয়েছেন, হামলার ঘটনায় অন্তত ১৫ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। এদিকে স্থানীয় এক এনজিও কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রোববার ড্রোন হামলায় শিশুসহ অন্তত ২০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্মকর্তাও এএফপিকে জানিয়েছেন যে, অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন।

থাইল্যান্ডের ফুকেট দ্বীপে কাদা ধসে নিহত ১৩

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের ফুকেট দ্বীপের একটি রিসোর্টে কাদা ধসে এক রাশিয়ান দম্পতি-সহ অন্তত ১৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করে রোববার থাই কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে। ফুকেটের গভর্নর সোফন সুওয়ান্নারাত বলেছেন, গত সপ্তাহে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য ফুকেটের বিগ বুদ্ধের কাছে কাদা ধসের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন নিখোঁজ হয়ে পড়েন। সোফন বলেন, ফুকেট দ্বীপে কাদা ধসের ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাশিয়ান এক দম্পতি, মিয়ানমারের ৯ জন অভিবাসী শ্রমিক এবং দু'জন থাই নাগরিক রয়েছেন। কাদা ধসে প্রায় ২০ জন আহত ও ২০৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ফুকেটের এই গভর্নর বলেছেন, কর্তৃপক্ষ নিহতদের আত্মীয়স্বজন ও দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করছে। এছাড়া সেখানে বড় ধরনের পরিচ্ছন্নতা কাজ শুরু করা হয়েছে।

ইয়েমেনে নৌকাডুবি, ১৩ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেন উপকূলের কাছে একটি অভিবাসীবাহী নৌকা ডুবে অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন আরো ১৪ জন। রোববার (২৫ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৪ মি.

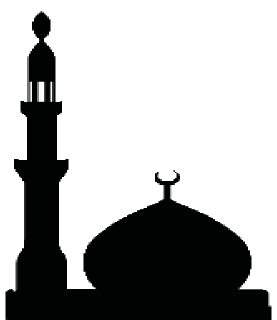

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৫	৫.১৮
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.০৪	
এশা	৭.১৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপলো টোঙ্গা

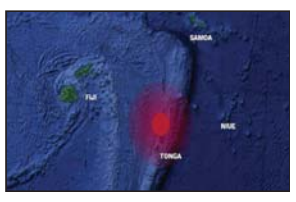

আপনজন ডেস্ক: প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র টোঙ্গায় ৬ দশমিক ৯ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। তবে এতে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সময় সোমবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর বৈঠকের মধ্যেই ভূমিকম্পটি এ আঘাত হানে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল প্রায় ১০৬ কিলোমিটার (৬৬ মাইল)।
এই ভূমিকম্প থেকে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি বলে জানিয়েছে ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা।

নাইজেরিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় ৪৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই বন্যায় গৃহহীন হয়ে পড়েছেন আরো হাজার হাজার মানুষ।
সোমবার (২৬ আগস্ট) নাইজেরিয়ার জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনইএমএ) বন্যায় প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির এই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির মুখপাত্র মানজো ইজেকিয়েল বলেছেন, বন্যায় উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্য– জিগাওয়া, আদামাওয়া ও তারাবায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় এই তিন রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪১ হাজার ৩৪৪ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এর আগে, নাইজেরিয়া এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয় ২০২২ সালে। ওই সময় দেশটিতে বন্যায় ৬ শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং বাস্তুচ্যুত হন প্রায় ১৪ লাখ মানুষ। এছাড়া বন্যায় ৪ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়।
মানজো ইজেকিয়েল বলেন, 'আমরা সবেমাত্র মৌসুমের শীর্ষে পৌঁছেছি। এর মাঝেই দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।'
অর্থনৈতিক সংকটের জেরে পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি ইতোমধ্যে দুই সংখ্যার ঘরে পৌঁছেছে এবং দ্রব্যমূল্য ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটির উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় মরু অঞ্চলগুলোতে জঙ্গিদের বার বার হামলার কারণে অনেকে কৃষি খাত ছেড়ে দিচ্ছেন।

ইসরায়েলকে চরম বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার ঘোষণা হুথির

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেন ফিলিস্তিনি জনগণ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চলমান নৃশংসতার আরও জোরালো জবাব দিতে প্রস্তুত ইয়েমেনের হুথি যোদ্ধারা। বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলের গভীরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুতে আরও আক্রমণ চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইয়েমেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নাসের আল-আতিফি রবিবার বলেছেন, 'ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী, তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ইসরায়েলের গভীরে বেদনাদায়ক হামলা চালানোর সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।" এই ইয়েমেনি নেতা আরও বলেন, 'সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সবদিক অধ্যয়ন ও গবেষণা করে হচ্ছে।
ইসরায়েলের দুর্বলতাগুলো যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।... ইসরায়েলের ব্যাঙ্কের মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো গভীর তথ্যগত এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সাবধানে এবং সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।'
৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল গাজার বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরু করে। তখন থেকেই ইয়েমেনি হুথি যোদ্ধারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অসংখ্য হামলা চালাচ্ছে। হুথি যোদ্ধারা ইসরায়েলি জাহাজ ও জলযানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ফলে ইসরায়েলের পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৩২ সংখ্যা, ১১ ভাদ্র ১৪৩১, ২১ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

‘ভবিষ্যৎ’

পঞ্চদশ শতকে জার্মান পারদি টমাস কেমপিস তাহার ‘দ্য ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট’ গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন-ইংরেজিতে কথাটি দাঁড়ায়- ‘ম্যান প্রোপোজেস, বাট গড ডিসপোজেস।’ বাংলায় ইহার ভাবার্থ হইল-মানুষ একরকম চিন্তা করে বা প্রস্তাব করে; কিন্তু ঘটনা ঘটে আরেক রকম। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম পরিকল্পনাকারী’ (সুরা আনফাল: ৩০ এবং আল ইমরান: ৫৪)।

অর্থাৎ মানুষ যেইভাবে পরিকল্পনা করুক না কেন, সৃষ্টিকর্তার মনে কী রহিয়াছে, আমরা তাহা জানি না। আমরা জানি না বটে; কিন্তু আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা হইল নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখা। এমনিতেই আধুনিক জীবনে মানসিক চাপের শেষ নাই। বিশ্বময় এত অশান্তি এত যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরে-বাহিরে, পথে-পথে, পদে-পদে এত সমস্যা যে, মনে হইতে পারে-এই সময়ের মানুষ ইহকালেই যেন নরকের রিহার্সেল করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিভৃতে নিরিবিলি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে-এত স্ট্রেস বা মানসিক চাপ লইয়া বাঁচা যায় কী করিয়া? সমস্যার তো শেষ নাই। অবস্থা এমন যে, যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ; কিন্তু তাহার পরও কথা আছে। কথাটি হইল-অনেক জ্ঞানীগুণীর মতে, আধুনিক জীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ হইল আমাদের কর্মের চালিকাশক্তি; অর্থাৎ মানসিক চাপ হইল ঘানি। আর সেই ঘানি আমাদের ভিতর হইতে নিংড়াইয়া কর্মরস বাহির করে। তরুণরা যেইহেতু স্বপ্নের কারিগর হয়, তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে দীর্ঘ জীবন। সেই কারণে জীবনের নিয়মে তাহাদের উদ্বেগ- উৎকণ্ঠাও অধিক থাকে। এই জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি জরিপে দেখা গিয়াছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত ভয় ও উদ্বেগে জর্জরিত। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, বিখ্যাত মনীষীরাও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবল মানসিক চাপে পিষ্ট হইয়াছেন। এই অবস্থায় সবচাইতে জরুরি বিষয় হইল-প্রথম নিজেকে জানা। প্রকৃত আত্মোপলব্ধি থাকিলে প্রবল মানসিক চাপের একটি ‘সেফটি ভালব’ তৈরি হইয়া যায়, প্রেসার কুকারের মতো। তাহাতে ভয়ংকর বিপদ হইতে বাঁচা যায়। উদ্বেগের ক্ষেত্রে উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছেন, ‘যখন আমি আমার সমস্ত উদ্বেগের দিকে ফিরিয়া তাকাই, তখন আমার সেই বৃদ্ধের গল্পটি মনে পড়ে, যিনি তাহার মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন- তাহার জীবন দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে জর্জরিত ছিল, যেই সকল দুশ্চিন্তার প্রায় কোনোটাই কখনো ঘটে নাই।’ এই কথা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, মানুষ এমন অনেক বিপদে পড়ে, যাহা সে কখনো কল্পনাই করে না। বিখ্যাত কবি খলিল জিবরান অবশ্য মনে করিতেন, ‘আমাদের উদ্বেগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আসে না, বরং আসে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবে।’ এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়াছেন হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ‘কোনো কিছুতে ব্যর্থ না হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।’

সুতরাং ব্যর্থতা জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। ইহারও মূল্য রহিয়াছে। যখন মনে হয়, টানেলের শেষ প্রান্তেও কোনো আলো নাই-তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, ইহা শতভাগ বিভ্রান্তিমূলক ভাবনা। কারণ, আমরা কখনোই আমাদের ‘ভবিষ্যৎ’ জানি না। আমরা যাহা যেইভাবে ভাবি, কখনোই তাহা সেইভাবে হয় না। অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং টানেলের শেষ প্রান্তে অবশ্যই আলো রহিয়াছে। শুধু প্রশ্নটা হইল, টানেলটা কতখানি লম্বা এবং আপনি সেই লম্বা টানেল পাড়ি দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন কি না, কিংবা ভয় পাইতেছেন কি না। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ ভাবনা হইল-টানেলের পথ লইয়া ভাবিয়া দেখিবার দরকার নাই, কখনো না কখনো আলো তো আসিয়া পড়িবেই-এই বিশ্বাস রাখিয়া আগাইয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ এবং আখেরে সত্যিই দেখা যায়- টানেলের শেষ প্রান্তে আলো রহিয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আমাদের নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল পাল্টাপাল্টির প্রথম পর্বে কে জিতল

আপাতত দুই পক্ষ কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে না বলে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ অভিমত অনেকের। সে বিবেচনায় প্রথম পর্বের লড়াইয়ে ইসরায়েলই এগিয়ে গেছে। তবে ইসরায়েলের আগাম বিমান হামলার পরও হিজবুল্লাহকে রকেট ছোড়া থেকে বিরত রাখা যায়নি। সে বিবেচনায় হিজবুল্লাহরও মুখ রক্ষা হয়েছে। লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া..**

আশঙ্কাটা প্রায় এক মাস ধরে ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। অবশেষে তা-ই ঘটল।

লেবাননে অবস্থানরত শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ রোববার ভোরে ইসরায়েলের ১১টি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ৩২০টির বেশি কাতিউশা রকেট ছুড়েছে।

অবশ্য হিজবুল্লাহ হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইসরায়েল আগেভাগেই দেশটির উত্তর দিক লেবানন সীমান্তে বিমান হামলা চালায়, যাতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন।

হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, এটা তাদের কমান্ডার ফুয়াদ শুকরকে হত্যার জবাবের প্রথম পর্ব। রোববার ভোরে এই পাল্টাপাল্টির পর দুটি প্রশ্ন সবার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রথমত, যদি এটা প্রথম পর্ব হয়, তাহলে দ্বিতীয় পর্ব কবে ঘটবে? আর প্রথম পর্বের এই পাল্টাপাল্টি খেলায় কে জিতল বা এগিয়ে গেল? এ দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রায় চার সপ্তাহ আগে ফিরে যেতে হবে, যখন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী প্রথমে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বিমান হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর সিনিয়র সামরিক কমান্ডার এবং স্ট্র্যাটেজিক ইউনিটের প্রধান ফুয়াদ শুকরকে হত্যা করে।

সেটা ৩০ জুলাই মঙ্গলবার রাতে। এর কয়েক ঘণ্টা পর ৩১ জুলাই বুধবার ইরানের রাজধানী তেহরানে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে তাঁর বাসভবনে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়।

ইসরায়েল অবশ্য হিজবুল্লাহর কমান্ডারকে হত্যার দায় স্বীকার করে বলেছে, এই সশস্ত্র সংগঠনের নেতা হাসান নাসরুল্লাহর সবচেয়ে কাছের একজন হিসেবে পরিচিত শুকরকে তারা হত্যা করেছে। তবে ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।

সাধারণত ইরানের ভেতরে বেছে বেছে এ রকম হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েল সরকার বা সেনাবাহিনী কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে—স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করে না। কিন্তু হানিয়া হত্যার পর ইসরায়েল উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেনি। সেটা পারার কথাও নয়।

গোয়েন্দা সাফল্য

গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা ও গুপ্তচর বাহিনী ব্যর্থতার জন্য নিজ দেশে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল। তবে ৩০-৩১ জুলাই শুকর ও হানিয়াকে হত্যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ-এর সম্পাদকীয়তে এ রকমটি মন্তব্য করে বলা হয়েছিল, এ কাজগুলো পরিকল্পনার সক্ষমতা, নিখুঁত গোয়েন্দাবৃত্তি ও পরিচালনগত সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

অবশ্য হারেৎজ-এর সম্পাদকীয়তে এটাও বলা হয়েছে, এসব হত্যাকাণ্ড ও সামরিক চাপ বাড়িয়ে গাজা উপত্যকায় জিম্মি হয়ে থাকা ইসরায়েলিদের মুক্ত করা যাবে না। হামাস ১১৫ জনকে ধরে নিয়ে জিম্মি করে রেখেছে, যাঁদের অর্ধেক এখন বেঁচে আছে আর কয়েকজন ছাড়া পেয়েছেন। একটা সমঝোতা চুক্তিতে না এলে বাকিরা ছাড়া পাবেন না।

তবে ইসরায়েল মনে করে, এ দুটি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শত্রুদের কড়াভাবে এই বার্তা দেওয়া গেছে যে সামনে এ রকম আরও হামলা আসবে। বিশেষ করে ইরানের রাজধানীতে অনেকটা প্রকাশ্যে হামলা চালিয়ে শত্রুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে খোদ ইরান সরকারের জন্য ছিল বড় ধরনের অপমান ও আঘাত। হানিয়া তেহরানে গিয়েছিলেন দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। ফলে বিশ্বের সামনে এটা দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ইরান তার মেহমানকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।

বস্তুত সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইসরায়েল তার গোয়েন্দাসক্ষমতা ইরান ও লেবাননে বাড়ানোর দিকে অনেক বেশি জোর দেয়। ফলে এ দুই দেশে বেছে বেছে শত্রুদের হত্যা করার জন্য যাবতীয় তথ্য সংগ্রহসহ যা যা করার দরকার, তা করার সব পদক্ষেপ নেওয়ার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পেরেছে।

তার ফলেই ২০২০ সালের ২৭ নভেম্বর ইরানের ‘বোমার জনক’ নামে অভিহিত শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদেহকে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব হয়েছে। মোহসেন ফাখরিজাদেহ সেদিন তাঁর কালো রঙের নিশান সেডান গাড়িতে চেপে রাজধানী থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে দামাভেনাদ এলাকার বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় একটি ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা নীল রঙের পিকআপ ট্রাকে বসানো একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান গুলিবর্ষণ শুরু করে। এরপরই বিস্ফোরকবোঝাই ট্রাকটি দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্তত ১২ জন আততায়ী ছিল, যারা মোটরসাইকেল ও একটি হুন্দাই এসইউভিতে চেপে পালিয়ে যায়।

অঘোষিতভাবে সত্তরের দশক থেকে নিজেদের পরমাণু অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলার পাশাপাশি ইহুদি রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি বৈরী বিভিন্ন দেশের সরকারি কর্মকর্তা ও বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে বিভিন্ন সময়ে হত্যা করে এসেছে ইসরায়েল। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে ইরানের কয়েকজন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যার পেছনে ইসরায়েল, বিশেষত দেশটির গুপ্তচর গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হাত সক্রিয় ছিল।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে অন্তত চারজন ইরানি পরমাণুবিজ্ঞানী তেহরানে নিহত হয়েছেন। গবেষক রোনেন বার্গম্যান তাঁর রাইজ অ্যান্ড কিল ফার্স্ট বইয়ে বলেছেন, মোসাদসহ ইসরায়েলের অন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অন্তত ২ হাজার ৭০০ মানুষকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হত্যা করেছে। জায়নবাদী রাষ্ট্রটির সরকার এ তথ্য অস্বীকার করেনি।

ইসরায়েল একাধারে কণ্ঠস্বর শনাক্তকরণ যন্ত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিয়োগকৃত গুপ্তচরদের মাধ্যমে ইরান ও লেবাননে প্রতিপক্ষের গতিবিধি, অবস্থান ও কর্মকাণ্ড দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করে, তারপর সুযোগ বুঝে আঘাত হানে। গাজা অভিযান শুরু হওয়ার পর হামাসের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের উত্তর দিকে নিয়মিত বিরতিতে রকেট হামলা চালিয়ে আসছে।

এর জবাবে ইসরায়েল লেবাননে একাধিকবার ছোটখাটো বিমান হামলা চালিয়েছে। তবে এই ১১ মাস সময়ের মধ্যে ইসরায়েলের গুপ্ত হামলায় হিজবুল্লাহর বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তত ৩৫০ নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি প্রযুক্তিগত নজরদারি এড়াতে হিজবুল্লাহ নেতারা স্মার্টফোন বাদ দিয়ে যোগাযোগের জন্য আগেকার দিনের পেজার ও ল্যান্ডফোন ব্যবহার করছেন এখন।

ইসরায়েল থামবে না

হারেৎজ পত্রিকার মতে, হানিয়ার মৃত্যু হামাসের জন্য বিরাট এক আঘাত। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, সব সময়ই নেতৃত্বের প্রতিস্থাপন হয়। [হানিয়ার স্থলে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া সিনওয়ারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।] এমতাবস্থায় ইসরায়েল যখন একটি দায়িত্বহীন ও বিপজ্জনক ডানপন্থী সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, তখন আঞ্চলিক সামরিক সংঘাত বাড়ার আশঙ্কা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। আর এই আশঙ্কাকে বিবেচনায় না নিলেও এসব হত্যাকাণ্ড জিম্মিদের মুক্ত করে ফেরত আনার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর (এফটি) মধ্যপ্রাচ্যের সম্পাদক অ্যান্ড্রু ইংল্যান্ড হামাস ও হিজবুল্লাহ নেতাদের হত্যার পর এক নিবন্ধে লিখেছিলেন: কোনো সন্দেহ নেই, নেতানিয়াহু এ হামলাগুলোকে চড়া দরের বাজি হিসেবে নিয়েছেন, যা এখন গোটা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করেছে। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা এবং এর পর থেকে গাজায় ইসরায়েলের অব্যাহত অভিযানের মুখে এমনিতেই একটা বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল আগেই। এখন তা অনেক বেড়ে গেছে।

অন্যদিকে হারেৎজ-এর এক সম্পাদকীয়তে এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হিসেবে গাজায় যুদ্ধ বিরতি ও হামাসের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করার কথা বলা হয়েছিল। আর তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায়, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের রূপরেখা অনুযায়ী যেটায় জিম্মিদের মুক্ত করা, যুদ্ধের অবসান ঘটানো, সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা আর ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিরসনে সমঝোতা শুরু করার কথা বলা আছে।

অবশ্য তখনই বোঝা গিয়েছিল, অত বড় বাজি ধরার পর নেতানিয়াহু সহসা সমঝোতার পথে হাঁটবেন না, শান্তির পথ তো নয়ই। কারণ, ইসরায়েল ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকের ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের হাতে ১১ জন ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদ নিহত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মোসাদ পরিচালিত ‘ঈশ্বরের রোষ’ অভিযানের মতোই অগ্রসর হচ্ছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান অ্যামোস ইয়াদলিন এমনটাই মনে করেন। কারণ, হানিয়াকে হত্যার পর হামাসের আর মাত্র ছয়জন শীর্ষ নেতা জীবিত আছেন, যাঁরা ইসরায়েলের হত্যার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত [কাকতালীয়ভাবে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এবার অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদরা কড়া প্রহরায় দিন কাটিয়েছেন]।

কতটা ঝুঁকি

ইসরায়েলের জন্য হামাসের চেয়ে অনেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলো হিজবুল্লাহ, যারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রবহির্ভূত সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত। এফটির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের ৩৪ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের নাককে রক্তাক্ত করে ছেড়েছিল হিজবুল্লাহ।

ইরান অবশ্য আগেই জানিয়েছে, যদি ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে তারা হিজবুল্লাহকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা দেবে। অ্যান্ড্রু ইংল্যান্ডের মতে, ‘এই সহযোগিতা হতে পারে ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহী থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় শিয়া জঙ্গিদের যুদ্ধের ময়দানে নামানো থেকে শুরু করে সরাসরি হামলা চালানো পর্যন্ত।

এর মানে ইসরায়েলের ওপর মিসাইল ও ড্রোন হামলা বাড়বে, যা দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাকে বিরাট ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।’ আর হানিয়া হত্যার পর হিজবুল্লাহকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া ইরানের জন্য আরও জরুরি হয়ে পড়েছে।

সত্যিই যুদ্ধ বাধলে ইসরায়েলি অভিযানের মুখে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ইতিমধ্যে বিপর্যস্ত লেবানন একেবারে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে পড়বে। কিন্তু ইসরায়েলের পরিণতিও সুখকর হবে না। কারণ, ইসরায়েলের জন্য হামাসের চেয়ে অনেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলো হিজবুল্লাহ, যারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রবহির্ভূত সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত।

সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ভয়ংকর দিকে মোড় নিয়েছে। সে কারণেই টাইমস অব ইসরায়েল-এ মন্তব্য করা হয়েছে, দুই শত্রুদেশের রাজধানীতে আঘাত হেনে দুজন সন্ত্রাসী-প্রধানকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের পর ইসরায়েলের যে অস্তিত্বের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা এক অজানা এলাকায় প্রবেশ করল।

পাল্টাপাল্টির প্রথম পর্বের পর হানিয়া ও শুকরকে হত্যার পর থেকে ইসরায়েলের ওপর বড়সড় আক্রমণ এবং তার জের ধরে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। সেই আশঙ্কা কিছুটা সত্যি হলো ২৫ আগস্ট সকালে। তবে রকেট হামলা চালানোর পর হিজবুল্লাহর বিবৃতি থেকে স্পষ্ট যে তারা শিগগির আর ইসরায়েলের ওপর এ রকম হামলা চালাবে না।

এ থেকে ধারণা করা হয়, ইসরায়েল আগাম বিমান হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর রকেট নিক্ষেপের অনেকগুলো উৎসকে ধ্বংস বা অকেজো করে দিয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে বড় ধরনের হামলার আশঙ্কাও নস্যাৎ করতে পেরেছে। ফলে আপাতত দুই পক্ষ কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে না বলে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ অভিমত অনেকের। সে বিবেচনায় প্রথম পর্বের লড়াইয়ে ইসরায়েলই এগিয়ে গেছে। তবে ইসরায়েলের আগাম বিমান হামলার পরও হিজবুল্লাহকে রকেট ছোড়া থেকে বিরত রাখা যায়নি। সে বিবেচনায় হিজবুল্লাহরও মুখ রক্ষা হয়েছে।

আসজাদুল কিবরিয়া লেখক

সৌ: প্র: আ:

শুভজিৎ বাগচী

ফারাক্কা বাঁধের ১০৯টি গেট খোলায় আশঙ্কা

বিহারের গঙ্গায় জলের স্তর অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্যারেজের ১০৯টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। ফারাক্কা ব্যারেজে পানির স্তর বিপৎসীমা (৭২ ফুট) ছাড়িয়েছে। বর্তমানে সেখানে পানির উচ্চতা ৭৬ ফুট রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে ফারাক্কার গেট খোলার জন্য এখনই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বা আদৌ হবে কি না, তা বলা যাচ্ছে না। কারণ, নিয়ন্ত্রিতভাবে ১০৯টি গেট থেকে পানি ছাড়া হচ্ছে।

ভারত সরকারের ওই সূত্র আজ সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখানে নিয়ন্ত্রিত কথার অর্থ সব গেট একই উচ্চতায় খোলা হয়নি। কোথাও একটি গেটের ১০ বা ১২ ফুট খোলা হয়েছে তো অন্য কোথাও গেট খোলা হয়েছে ৩ বা ৪ ফুট। ফলে সব গেট দিয়ে একই পরিমাণে জল ছাড়া হচ্ছে না।’ যাতে কোথাও বন্যা না হয়, সেটা মাথায় রেখেই এটা করা হচ্ছে বলে ওই সূত্র জানান।

২৪ আগস্ট ফারাক্কার গেটগুলো খুলে দেওয়ার পর পানি ছাড়া শুরু হয়। তবে এতে গত দুই দিনে নদ-নদীতে উল্লেখযোগ্যভাবে পানি বাড়েনি বা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে জানান তিনি। এর প্রমাণ হিসেবে ভারতের ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘জল বাড়লে পদ্মায় তা বাড়ার আগে মুর্শিদাবাদের উত্তরে ফারাক্কা ব্লক এবং শামসেরগঞ্জ ব্লক আংশিকভাবে ভেসে যেত, যা গত দুই দিনে হয়নি।’ নিয়ন্ত্রিতভাবে পানি ছাড়ার কারণেই ফারাক্কার ভাটির দুই জেলায় পানি বাড়েনি বলে জানান তিনি।

তবে একই সঙ্গে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বিহারে গঙ্গায় যদি পানির মাত্রা বাড়তে থাকে, তবে আগামী কয়েক দিনে কী হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

ফারাক্কা থেকে বেরিয়ে যেসব খাল (ফিডার ক্যানাল) মুর্শিদাবাদের অন্যান্য জেলা হয়ে ভাগীরথী দিয়ে দক্ষিণবঙ্গে ও কলকাতায় পৌঁছাচ্ছে, সেগুলোতেও পানির মাত্রা বাড়েনি। ‘ফিডার ক্যানালে’ পানি বাড়লে মুর্শিদাবাদের অন্যান্য জেলা যেমন রঘুনাথগঞ্জ বা সুতিতে তা প্রবেশ করত, যা এখনো করেনি। ভাগীরথীতে পানি সামান্য বাড়তে পারে। তবে তার কোনো প্রভাব এখনো লক্ষ করা যাচ্ছে না বলে ওই সূত্র জানায়।

ফারাক্কা থেকে আসা পানি গঙ্গা হয়ে বাংলাদেশে রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় পদ্ম নদীতে প্রবেশ করে পাংখা পয়েন্ট দিয়ে। আজকে সেখানে পানির স্তর বিপদসীমার নিচে রয়েছে

এ বিষয়ে বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান প্রথম আলোকে বলেন, ফারাক্কা থেকে যেখান দিয়ে পানি বাংলাদেশে ঢুকেছে, সেসব পয়েন্টে পানি বাড়তে দেখা যায়নি। তবে খুলনা ও বরিশালে বৃষ্টি বেড়ে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে জানা গেছে।

ফারাক্কা থেকে যে পানি আসে, তা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা হয়ে বাংলাদেশে রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় পদ্ম নদীতে প্রবেশ করে পাংখা পয়েন্ট দিয়ে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, আজ ওই পয়েন্টে পানির স্তর ২০ দশমিক ৫, যা বিপদসীমার (২২ দশমিক ৫) নিচে রয়েছে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

করণদিঘীতে 'চল্লিশা মহরম'-এ সর্ব স্তরের মানুষের মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ফুটবল ময়দানে সোমবার অনুষ্ঠিত হয় চল্লিশা মহরম। এ উপলক্ষে ময়দানে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে যায়, যা এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। চল্লিশা মহরম হজরত ইমাম হোসেনের শাহাদতের চল্লিশতম দিন হিসেবে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী এবং উদ্যোক্তা শেখ শামসুল, যিনি এই ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিয়ে সুপরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পদক্ষেপ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। কমিটির সম্পাদক মাইনুল হক, যিনি এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে অন্যতম প্রধান ছিলেন, তারও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।
মাইনুল হক বলেন, "আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে চাই এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এটি পৌঁছে দিতে চাই।"
তিনি আরও জানান এমন আয়োজন আমাদের সমাজের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ তৈরি করে।"
এই বছরের মহরম উদযাপন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আয়োজন হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সৌহার্দ্যের একটি নিদর্শন।
অনুষ্ঠানটি শেষ হয় শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনা নিয়ে।
উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা উদ্যোক্তা শেখ শামসুল, কমিটির সম্পাদক মাইনুল হক, শিল্পপতি এবং সমাজসেবী হাজী শাহাবুদ্দিন, জেলা পরিষদের প্রাক্তন মেম্বার মোহন লাল সিংহ, প্রাক্তন প্রধান সদানন্দ দাস সহ আরো অনেকেই।

লাইব্রেরি গৃহ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তরে বিডিও

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: টাউন লাইব্রেরি সংস্কার ও নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজের শুভ সূচনা করলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা। ত্রিমোহিণী প্রাণ গোবিন্দ টাউন লাইব্রেরীকে নতুনরূপে সাজাতে তোড়জোড় ব্লক প্রশাসনের।জানা গিয়েছে, প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের অন্তর্গত ত্রিমোহিনী প্রাণ গোবিন্দ টাউন লাইব্রেরির নতুন ভবনের নির্মাণ করা হবে। সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই লাইব্রেরির নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন হিলি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক চিরঞ্জিত সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরস্বতী মন্ডল, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিহির সরকার, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসার তনুময় সরকার, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিথীকা ঘোষ, প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান ধীরেন্দ্রনাথ দাস সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও লাইব্রেরীর বর্ষিয়ান পাঠক সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ত্রিমোহিণী এলাকায় ১৯৭০ সালে ত্রিমোহিণী প্রাণ গোবিন্দ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এই লাইব্রেরী ১৯৮৭ সালে প্রাণ গোবিন্দ টাউন লাইব্রেরী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘদিনের এই লাইব্রেরী জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অনেকের অভিযোগ, লাইব্রেরির প্রবেশ পথে আবর্জনা জমা হওয়ার ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বেহাল অবস্থায় পৌঁছায় গ্রন্থাগারটি। ধীরে ধীরে লাইব্রেরির পাঠক সংখ্যা কমতে থাকে। অন্যদিকে, ভগ্নদশা হয়ে পড়ে লাইব্রেরীর ঘরগুলি। তাই নতুন রূপে লাইব্রেরী টিকে সাজিয়ে তুলতে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের তরফে প্রায় ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫১৮ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেই অর্থ ব্যয়ে ভবন নির্মান করার জন্য এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন গৃহ নির্মাণের সূচনা করা হয়।

শ্রীরামপুরে ৩০ তম কবিতা উৎসব

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● পূর্বস্থলী

আপনজন: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুরের ভবতারিনী গার্লস স্কুলে আজ ৩০ তম কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিমণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক এবং সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম, পরিবেশপ্রেমী গাছ মাস্টার অরূপ চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয়, এরপর মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সর্বকনিষ্ঠ কবিকে বরণ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও ১০০ জনের বেশি কবি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, এবং মন্ত্রী তাদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন। জন্মাষ্টমীর দিনটি উপলক্ষে অতিথিদের জন্য তালের বড়া এবং মালপোয়া দিয়ে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তালগাছের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তালগাছ রোপণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে কবিদের কবিতা পাঠের মাধ্যমে কবিতা উৎসব সমাপ্ত হয় এবং রাজ্য সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এক হাঁটু জল টপকে যেতে হচ্ছে কুলপির করঞ্জলি মেনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: স্কুলের সামনেই এক হাঁটু করে জল আর সেই এক হাঁটু জল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে শিশুদের। এটি মাঠ নাকি পুকুর বোঝার উপায় নেই। ছবিটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলপি বিধানসভার রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের করঞ্জলি মেনাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বৃষ্টি হলেই স্কুলের সামনের মাঠে জমে যায় এক হাঁটু করে জল আর সেই জল পেরিয়ে কখনো বা বাবা-মায়ের কোলে চেপে ,আবার কখনোবা নিজেদেরই প্রাণ হাতে করে নিয়ে স্কুলে যেতে হয় কচিকাচাদের। কুলপি বিধানসভার মেনাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৫০ আড়াইশো জন প্রতিদিনই এই ভাবেই জমা জল পেরিয়ে আসতে হয় তাদের স্কুলে বর্ষা কেটে গেলেও জল সরে না । কখনোবা সেই জমা জলে বিষাক্ত সাপও ঘুরে বেড়ায়। আর এ নিয়ে প্রশান্ত প্রামানিক অভিভাব বারেবারে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন সূরাহা মেলেনি। কবে মুশকিল আসার মিলবে তাও জানিনা সর্বস্তরের মানুষ জানে এই সমস্যার কথা কিছুই করছে না মাঝখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিপদে পড়ছে।
স্কুল শিক্ষক সিরাজ উদ্দিন সাহু দাবি স্কুলের সামনেই একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়ে রয়েছে অন্যদিকে স্কুলের পাশেই রয়েছে একটি বড় পুকুর তারও গার্ডোয়াল ভাঙ্গা ফলে অল্পবৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল জমে যায় এই স্কুলের সামনে এমনকি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পাশে আছে একটি অঙ্গনারী সেটির প্রায় জলমগ্ন হয়ে উঠে পড়ে । এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় ভিডিও পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্কুলের ওমরপরি পরিদর্শক কে জানানোর পরেও কোন লাভ হয়নি এমনকি শিক্ষকদেরও দাবি যে কোন মুহূর্তেই স্কুলটিও ভেঙে পড়তে পারে। যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড়ো কোন দুর্ঘটনা এমনকি প্রাণহানির আশঙ্কাও রয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে কুলপি বিধানসভার বিধায়ককে যোগরঞ্জন হালদার বলেন ওই রাস্তার কাজ করার জন্য এর আগেও একাধিক বার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জায়গা হওয়ার কারণে সে কাজ করতে দিচ্ছে না যে কারণেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাদেরও। তবে স্কুলের মাঠে মাটি ফেলা নিয়েও বিধায়ক জানায় এমন কোন স্কিম নেই যেখানে মাটি ফেলা যায় ফলে তাদেরও হাত পা বাঁধা বলে দায় এড়ান বিধায়ক।
তবে প্রশ্ন উঠছে এভাবে আর কতদিন প্রাণ ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হবে শিশুদের।

বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: সোমবার সকালে নিজের বাড়ি থেকেই এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল কান্দি থানার পুলিস। মৃতার নাম কাবিরা বিবি(৬২)। তাঁর বাড়ি কান্দি থানার লক্ষীকান্তপুর। কান্দি থানার পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়না তদন্তের জন্য কান্দি মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছিল মানসিক অবসাদও। তার জেরেই রবিবার রাতে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়েন বলে পরিবারের দাবি। সকালে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে খবর দেয় কান্দি থানায়।

নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে ভাঙা ব্রিজ দিয়ে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ নিত্য যাতায়াত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে ভাঙ্গা ব্রিজের উপর দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত সাধারণ মানুষদের দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রশাসনের । সোনামুখী ব্লকের রামপুর সতীঘাট শালী নদীর ওপরে থাকা ব্রীজের মাঝের অংশ গত কয়েক সপ্তাহ আগে ভেঙে গেছে । চলতি বর্ষায় শালী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি কারণে ব্রিজের মাঝের অংশ ভেঙে গেছে । এবং তারপর বেশ কয়েকদিন ওই ব্রিজ উপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ ছিল । এই মুহূর্তে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করেই সাধারণ মানুষরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ব্রিজ পারাপার করছে । যে কোন মুহূর্তেই প্রাণহানির মত মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । ব্রিজের ওপর দিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে পারাপার না করতে না পারে সে কারণে মোতায়ন করা রয়েছে সিভিক পুলিশ । তারা সাধারণ মানুষদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্রিজ পারাপারের ক্ষেত্রে বারণ করলেও প্রশাসনের সেই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই ব্রিজ পারাপার করছেন সাধারণ মানুষরা । ফলে যে কোন মুহূর্তেই ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা । আর এই সমস্যার কারণে হামিরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত , পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৪৫ টি গ্রামের সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের । নদী পারাপারের জন্য বিকল্প হিসেবে প্রশাসনের তরফে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তবে সেই নৌকা এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে । এখন কবে এই সমস্যার সমাধান হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন এই এলাকার সাধারণ মানুষরা ।
সাধারণ মানুষরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন এই ব্রিজ পারাপার করছে এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করলে তারা জানান , কোন উপায় নেই তাই বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ব্রিজ পারাপার করতে হচ্ছে ।
যদিও প্রশাসনের তরফে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান , কেউ ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করলে তার দায় কে নেবে । তবে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে বলেই জানান তিনি ।

হাতি-মানুষের সংঘাত রুখতে নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাতি মানুষের সংঘাত রুখতে নয়া উদ্যোগ, বনের মধ্যেই হাতির দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত রাখতে তৈরী করা হচ্ছে ১০ একরের বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে থাকছে হাতির অতি প্রিয় খাবারের বিপুল সম্ভার। সম্প্রতি এ রাজ্যের ঝাড়গ্রামে হাতি মানুষ সংঘাতের জেরে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে একটি হাতিকে মেরে ফেলার ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছে সারা রাজ্য এমনকি দেশকে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে হাতি মানুষের সংঘাত কমিয়ে আনতে সর্বত্রই বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে বন দফতর। হাতির দলের গতিবিধিকে জঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে বাঁকুড়ার সোনামুখী রেঞ্জের বনাঞ্চলের মধ্যে ১০ একর জায়গায় তৈরী করা হচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে থাকছে হাতির অতি প্রিয় খাবারের বিপুল সম্ভার। বাঁকুড়া জেলায় হাতির সমস্যা নতুন নয়। ফি বছরই দলে দলে হাতি পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে হাতির দল ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ায়। বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, বড়জোড়া ও গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশের বনাঞ্চলে বছরের একটা বড় সময় কাটিয়ে ওই হাতির দল ফিরে যায় পশ্চিম মেদিনীপুরে। খাবারের খোঁজে সেই হাতির দল মাঝে মধ্যেই হানা দেয় লোকালয়ে। তার জেরে মাঝেমধ্যেই ঘটে প্রাণহানীর মতো ঘটনা। জেলার এক জঙ্গল থেকে অপর জঙ্গলে যাতায়াতের পথে হাতির দল নষ্ট করে দেয় হেক্টরের পর হেক্টর জমির ফসল। ফলে এলাকার মানুষের সঙ্গে বুনো হাতির দলের সংঘাত ক্রমশই বৃহত্তর আকার নিচ্ছে। এবার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে সেই সংঘাত সামাল দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে বন দফতর।

তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিজেপি সদস্য হাঁটলেন ফের বিজেপির মিছিলে!

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: যোগদানের করেছেন তৃণমূলে। ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতে বিজেপির মিছলে হাঁটলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য অজিত মেটে। তবে মিছিলটি অরাজনৈতিক বলে দাবী করেন তিনি। তবে তৃণমূলের এক অংশের দাবী, ওই মিছিলে সবাই বিজেপির কর্মী ছিলেন। যা নিয়ে বেশ সরগোল পরেছে এলাকায়। জানতে পারা গেছে, গলসি ১ নং ব্লকের চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের রনডিহা গ্রামের সদস্য অজিত বাগদি শনিবার ঘটা করে তৃণমূল যোগদান করেন। ব্লকের পারাজ হাটতলায় তার হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বর্ধমান দূর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ ও গলসি বিধায়ক নেপাল ঘরুই। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী সহ ব্লকের নেতা কর্মীরা। এরপর ২৪ ঘন্টা যেতে না যেতেই তাকে দেখা গেল রনডিহার বাজারে বিজেপির মিছিলে হাটতে। এমন ঘটনা দেখে চোখ ছানাবড়া।
উল্লেখ্য শনিবার পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ব্লক নেতৃত্ব। মিছিল শেষে বৈকাল ৫.৩০ টা নাগাদ বিক্ষোভ সভা হয়। সেই বিক্ষোভ সভায় তৃণমূলে যোগ দেন অজিত বাবু। তবে চব্বিশ ঘন্টা যেতে না যেতেই তিনি নিজের দলে ফিরে গেলেন। বিষয়টি নিয়ে অজিত বাগদি জানান, প্রধান অনুপ মেটে তাকে বুঝিয়ে তৃণমূল যোগদান করিয়েছিলেন। তবে বিজেপির লোকেরা ছাড়ছে না। তাই রনডিহার মিছিলে হেঁটেছি। ওটাতে কোন দলীয় পতাকা ছিলনা। ওই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি চলছে। ঠিক করতে পারছি না কি করবো। তবে এখন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যই আছি।

উলামা সংগঠনের ব্লক কমিটি বাঁকুড়ায়

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

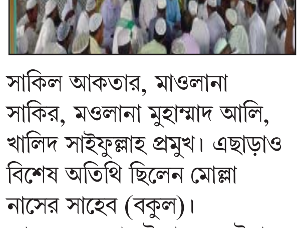

আপনজন: সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার ইমাম মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের উদ্যোগে ২৪ আগস্ট শাঁকরুল মসজিদে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাঁকরুল শাখার ব্যবস্থাপনায় সভায় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আসাদুল্লাহ,হাফিজ আলি আশরফ, প্রধান অতিথি হিসাবে বাঁকুড়া জেলা জমিয়াতের সম্পাদক হাফিজ আকিল আহমাদ, মওলানা আসাদুল্লাহ,হাফিজ রবিউল ইসলাম, কারী মুহিব্বুল্লাহ, হাফিজ সাকিল আকতার, মাওলানা সাকির, মওলানা মুহাম্মাদ আলি, খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন মোল্লা নাসের সাহেব (বকুল)।
আজকের সভায় ইন্দাস ব্লক ইমাম মোয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।
নির্বাচিত হন সভাপতি- কাজী সাহাবুদ্দিন,সম্পাদক- মাওলানা হানিফ সাহেব এবং কোষাধ্যক্ষ- সেখ নিয়ামুল হক। প্রায় একশো জন ইমাম, মোয়াজ্জিন ও উলামাদের উপস্থিতিতে সভার কাজ সম্পন্ন হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে,সমাজ সেবা মূলক কাজ করার জন্য আগামীতে তাঁরা সচেষ্ট হবেন। সভা শেষে সবার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে ,দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

কামারপুকুর এলাকায় লজ ও হোটেলে অভিযান

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: কামারপুকুর এলাকায় লজ এবং হোটেলে অভিযান চলেছিল আরামবাগ এস ডি পি ও সুপ্রভাত চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে । আবার দেখা গেলো হাসপাতালের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে রাতেই সি আই আরামবাগ এবং আরামবাগ এস ডি পি ও সুপ্রভাত চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে পুরশুরা থানার ওসি রাসেল পারভেজ খান সহ মহিলা পুলিশ কর্মীদের সাথে নিয়ে আকরি শ্রীরামপুর গ্রামীন হাসপাতালে অভিযান চালানো হল হুগলি রুরাল পুলিশের উদ্যোগে। হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে কথা বলেন বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে । পুলিশের হটাৎ অভিযানে হাসপাতালে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিশকে , পুলিশ এর আসা যাওয়া থাকলে মানুষের ভয় থাকবে এতে সহজে ক্রাইম গুলো অনেকটা আটকানো যাবে । কোনো অসুবিধা মনে হলে স্পেশাল নাম্বার কিছু হাসপাতালে জানিয়েছেন জরুরি দরকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠল ধর্ষণের অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। মালদা ইংরেজবাজার থানা এলাকার ঘটনা। থানায় অভিযোগ জানালে ও ঘটনার একমাস পরেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। বাধ্য হয়ে ওই নাবালিকা ও তার পরিবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন।
নাবালিকার অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিবেশী এক যুবক তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং সমস্ত ঘটনার ভিডিও করে রাখে। এরপর ওই ভিডিও দেখিয়ে তাকে বারবার ব্ল্যাকমেইল করতো, দিনের পর দিন ধর্ষণ করত। এ নিয়ে সে প্রতিবাদ করলে তাকে মারধরও করা হয়। এরপর সমস্ত ঘটনা সে তার পরিবারকে জানায়। ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনা জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
বিরোধীদের অভিযোগ, বর্তমান সরকারের আমলে পুলিশ কোন অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না আর সেই কারণেই অপরাধীরা, ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৫০ জন ছাত্রীকে নবীর জীবনী গ্রন্থ উপহার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: মানবতার প্রতীক বিশ্ব নবী। বিশ্ব নবী দিবসের আগেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের নির্দেশখালি 'আলমানার গার্লস মিশনের ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নবীর জীবনী গ্রন্থ উপহার দিলেন সুন্দরবনের সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার।
সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্কুলের ছাত্রীদের হাতে এমন উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।
সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদারের এমন কর্মযঞ্জকে প্রশংসা করে আনোয়ার সাহেব জানিয়েছেন, 'সমস্ত জগৎ কে জানতে গেলে সবার আগেই নবীর জীবনী জানতে হবে। তাহলে মানবতা,আদর্শ এবং অবশ্যই সুশিক্ষা লাভ করা সম্ভব।'

গাছ বাঁচাতে 'পেরেক সরাও, গাছ বাঁচাও' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: গাছ বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ শান্তিপুর পরিবেশ ভাবনা মঞ্চের। এদিন গাছ বাঁচাতে শান্তিপুর গোবিন্দপুর গলায় দড়ি বটতলা থেকে গোবিন্দপুর বাজার পর্যন্ত এলাকায় "পেরেক সরাও, গাছ সারাও " কর্মসূচি পালন করে শান্তিপুর পরিবেশ ভাবনা মঞ্চ।এদিন সংগঠনের সদস্যরা গোবিন্দপুর এলাকার একাধিক শতাব্দী প্রাচীন গাছ থেকে পেরেক লাগানো হোর্ডিং খুলে দেওয়া হয়। তৎসহ সাধারণ মানুষকে এই ভাবে গাছের গায়ে পেরেক লাগাতেও নিষেধ করা হয়। সদস্যরা জানান ,এই ভাবে গাছের মধ্যে পেরেক লাগালে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। বর্তমানে যেভাবে পৃথিবীর উষ্ণয়ন বাড়ছে সেখানে গাছ বাঁচানো আমারদের কর্ত্যব্য। গাছের পরিচর্চা এবং একাধিক গাছ লাগানো আমাদের অন্যতম কর্ত্যব্য। তবে এই ভাবে যারা গাছের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে সেটা মেনে নেওয়া যায়না। এদিন এই কর্মসূচি গ্রহণ করার সময় যে সমস্ত কোম্পানির বিজ্ঞাপন এই গাছ গুলিতে পেরেক দিয়ে লাগান হয়েছে সেই সমস্ত কোম্পানিকে ফোন করে জানান হয়েছে এই ভাবে যেন তারা গাছের ক্ষতি করে বিজ্ঞাপন না দেন।
পরিবেশ ভাবনা মঞ্চের সদস্যরা আরও জানান ,এরপরও যদি কেও এই ভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে গাছের উপর অত্যাচার চালায় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সংগঠনের তরফে।

তাল কুড়ানি...

আপনজন: এই সময় তাল গাছে তাল পাকে। তালের পিঠেপুলি করার রেওয়াজ চলে। তাই গ্রামে ছোট্ট শিশু তাল কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির পথে।
ছবি: হাসান লস্কর

রিয়াল-অভিষেকেই এনড্রিকের ইতিহাস, স্লটের অ্যানফিল্ড-অভিষেকে জিতল লিভারপুলও

আপনজন ডেস্ক: তাঁকে তো আর এমনি এমনি ‘বিস্ময় বালক’ বলা হচ্ছে না। গত মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে গোল করে ব্রাজিলকে জিতিয়ে কোচ দরিভাল জুনিয়রের অভিষেক রাঙিয়েছিলেন। আজ রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নিজের অভিষেক ম্যাচটা শুধু রাঙিয়েই রাখলেন না, ইতিহাসও গড়ে ফেললেন এনড্রিক। লা লিগায় ভায়াদোলিদের বিপক্ষে তাঁর দলও জিতল ৩-০ ব্যবধানে। এদিকে নিজেদের মাঠ অ্যানফিল্ডে নতুন কোচ আর্নে স্লটের অভিষেক ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন তাঁর শিষ্যরা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লুইজ দিয়াজ ও মোহাম্মদ সালাহর গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারাল লিভারপুল। রিয়ালের জার্সিতে প্রথমবার খেলতে নামার ১০ মিনিটের মধ্যেই প্রতিপক্ষের জালের ঠিকানা খুঁজে নিলেন এনড্রিক। ১৮ বছর ৩৫ দিন বয়সী এই ব্রাজিলিয়ানই এখন লা লিগা ইতিহাসে রিয়ালের সবচেয়ে কম বয়সী বিদেশি ফুটবলার হিসেবে গোল পেলেন। একবিংশ শতাব্দীতে লা লিগা অভিষেকে লস ব্লাঙ্কোসদের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতাও এখন তিনি। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ ম্যাচের ৮৬ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের বদলি হিসেবে নামেন এনড্রিক। ব্রাহিম দিয়াজের পাস থেকে বক্সের কিনারে বল পেয়ে ইতিহাস গড়া গোলটি করেন যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে। এনড্রিককে দিয়ে গোল করানোর ৮ মিনিট আগে দিয়াজ নিজেই গোল করেন। আর ৫০ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ফেদেরিকো ভালভের্দে।
লা লিগা মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মায়োর্কার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করা রিয়াল আজকের জয়ে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়াল। প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচেও ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল লিভারপুল। তবে সেই ম্যাচ হয়েছিল প্রতিপক্ষ ইপসউইচ টাউনের মাঠে। ইয়ুর্গেন ক্লপের জায়গায় কোচের দায়িত্ব পাওয়া স্লটের জন্য আজকের ম্যাচটি ছিল ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে প্রথম। লিভারপুল সমর্থকদের গর্জনে উত্তাল এই মাঠকে প্রতিপক্ষ দলগুলোর জন্য বিভীষিকা হিসেবে দেখা হয়। এমনকি স্বাগতিক হয়েও এই মাঠ লিভারপুল কোচকে অনেক চাপে রাখে।

অবসর ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদল শিখর ধাওয়ানের

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে কয়েকদিন আগেই অবসর নিয়েছেন তিনি। শনিবার, একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শিখর ধাওয়ান জানিয়ে দেন, সবধরনের ক্রিকেট থেকেই তিনি অবসর নিচ্ছেন। সেই ঘোষণার ঠিক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আবার তিনি জানালেন যে, মাঠে ফিরছেন। কিন্তু কোন প্রতিযোগিতায়? ধাওয়ান বলেছেন, তিনি আইপিএল বা অন্য কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় খেলবেন না। তবে তিনি লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগে খেলবেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ক্রিকেটারদের এই প্রতিযোগিতায় খেলতে দেখা যায়। যেমন শচিন তেন্ডুলকর, গৌতম গম্ভীর, ইরফান পাঠান, রবিন উথাপ্পাদের দেখা গেছে এই প্রতিযোগিতায়।
এবার সেখানেই ব্যাট হাতে নামতে চান ধাওয়ান। শনিবার, সোশ্যাল মিডিয়াতে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ধাওয়ান লেখেন, ‘‘আমার ক্রিকেটযাত্রা শেষ হল। আর সঙ্গে থেকে গেল অসংখ্য স্মৃতি এবং কৃতজ্ঞতা। যে ভালবাসা এবং সমর্থন আমি পেয়েছি, তার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।”
অন্যদিকে, সেই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, “একটাই লক্ষ্য ছিল, দেশের হয়ে খেলা। আমার সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। সকলকে ধন্যবাদ। প্রথমত আমার পরিবার, আমার ছোটবেলার কোচ তারক সিংহ এবং মদন শর্মাকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। তাদের প্রশিক্ষণেই আমি আজ ক্রিকেট শিখেছি।” তারপর ধন্যবাদ দেব আমার গোটা দলকে। যাদের সঙ্গে আমি খেলেছি, তাদের থেকে একটা পরিবার পেয়েছি। সবার ভালোবাসা আর সমর্থনও পেয়েছি। গল্পের বই পড়তে পড়তে যে রকম পাতা ওল্টাতে হয়, আমিও ঠিক সেটাই করছি। আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।”
অবসর ঘোষণা করলেও এবার তিনি ফের জানালেন যে, ক্রিকেট খেলবেন। তবে সেটা শুধুমাত্র লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগে।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পদক জয়ীদের সংবর্ধনা প্রদান ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন ডেস্ক: ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পদক জয়ীদের সংবর্ধনা প্রদান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে। সুন্দিয়া সরলা মতিলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস হলে সংর্বধনা অনুষ্ঠান টি হয়। রেড ড্রাগন সিতো রিও ক্যারাটে ডু একাডেমির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
রবিবারের (২৫ আগস্ট ২০২৪) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন অষ্টম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ প্রতিযোগিতার পদকজয়ীরা। প্রতিযোগিতা টি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার পদকজয়ীরা রেড ড্রাগন সিতো রিও ক্যারাটে ডু একাডেমির শিক্ষার্থী। হানসি প্রেমজিৎ সেনের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রতিযোগীরা। ৮ জন পদকজয়ীদের মধ্যে এদিন সংবর্ধিত হন স্বর্ণপদক জয়ী ঋতু পাত্র। সংবর্ধিত হন রৌপ্যপদক জয়ী তিথি গায়েন ও জয় দাস। সংবর্ধিত হন ব্রোঞ্জপদক জয়ী শুভম বিশ্বাস, সমৃদ্ধ মন্ডল, মৌসুমী চক্রবর্তী, তিথি নস্কর, কিংশুক দাসগুপ্ত।
এদিন সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বেল্ট প্রদান করা হয়। ১৭ জন শিক্ষার্থী বেল্ট প্রাপ্ত হন। এদিন “ইয়েলো বেল্ট” পান রাজকুমার রুইদাস ও জান্নাতুন পারভীন। তিথি নস্কর পান “গ্রিন বেল্ট”। “ওরেঞ্জ বেল্ট” প্রাপ্ত হন সমৃদ্ধ মন্ডল, শুভম বিশ্বাস, ঋতু পাত্র, মৌসুমী চক্রবর্তী, সৌমিত্র সেন ও কিংশুক দাসগুপ্ত। তিথি গায়েন পান “ব্লু বেল্ট”। “পারপেল বেল্ট” পান রাজেশ গায়েন, ঐশী আফসানা, জয় দাস, সাইনাজ পারভীন, ওমর ফারুক মোল্লা ও সুমনা নস্কর। “পারপেল স্ট্রাইপ” পান সারিকা সুলতানা।
এদিন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বেল্ট প্রদান করেন এ্যাকাদেমি সভাপতি সেনসাই গোবিন্দ গায়েন, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সম্পাদক সেনসাই সুমন গায়েন, ক্যারাটে পরীক্ষক শিহানদাই পরমেশ নস্কর ও সেনসাই নেতাই মন্ডল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহিউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ।

আজ ডুরান্ডের ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: ডুরান্ড কাপ জেতার লড়াইয়ে আজ মঙ্গলবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে, শেষ চারের প্রতিযোগিতায় বেঙ্গালুরু এফসি যাতে জায়গা করে নিতে পারে তার জন্য প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই মুহূর্তে এশিয়ার সবথেকে পুরনো ফুটবল টুর্নামেন্ট একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।
মোহনবাগান ১০ টি গোল করার সাথে সাথে তিনটি গোল-ও দিয়েছে এবং নিজেদের ভরসার জায়গাগুলো রক্ষা করেছে। বেঙ্গালুরু এফসির কথাও না বললে নয়, দশটি গোল করেছে এবং চারটি ম্যাচের মাত্র দুটিতে পরাজিত হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ে জর্জ দিয়াজের গোলের মাধ্যমে কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সকে পরাজিত করেছিল। তবে জাতীয় খেলোয়াড়দের গুরপ্রীত সান্ধু, রাহুল ভেকে, সুরেশ ওয়াংজ্যাম এবং প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর উপরে নির্ভর করবে বেঙ্গারুরু এফসি। এটি ছেত্রীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হবে। কারণ মোহনবাগান-ই প্রথম ২০০২ এর ডুরান্ড কাপে ছেত্রীর অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখার পর, আইকনিক ক্লাবে ট্রায়ালের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আবার অন্যদিকে বেঙ্গালুরু এফসিকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রেগ স্টুয়ার্ট, মানভীর সিং এবং জ্যাশন কামিংস এর উপরে মোহনবাগান নির্ভর করবে, যারা কিনা পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্যাট দিয়ে মেরে এবার হেলমেট মাঠের বাইরে পাঠালেন ব্রাফেট

আপনজন ডেস্ক: কার্লোস ব্রাফেট—নামটা শুনলেই মনে পড়ে ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। সেই যে বেন স্টোকসের শেষ ওভারে ১৯ রানের লক্ষ্যে তাঁর টানা চার ছক্কা, ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপ এরপর বললেন, ‘কার্লোস ব্রাফেট, রিমেম্বার দ্য নেম!’ সেই ব্রাফেট এবার অন্য কারণে আলোচনায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ব্রাফেটের রাগটা স্পষ্ট। আউট হয়ে ফেরার পথে বাঁ হাতে ধরে রাখা হেলমেটটা শূন্যে ছুড়লেন, এরপর দুই হাতে ব্যাটটা ধরে মারলেন সপাটে। মাঠে ঠিক যেভাবে ছক্কা মারেন সেভাবে। ব্যাটের আঘাতে হেলমেট উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ল মাঠের সীমানার বাইরে। ব্রাফেট আউট হয়ে ফেরার পথে তাঁর সোজাসুজি সীমানার বাইরে এক সতীর্থ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ভয়ে সরে যান হেলমেট গায়ে এসে লাগার ভয়ে। ম্যাক্স ৬০ ক্যারিবিয়ান টি-১০ লিগে গত পরশু এ ঘটনা ঘটেছে। জর্জটাউনে প্রথম কোয়ালিফায়ারে গ্র্যান্ড কেম্যান জাগুয়ার্সের বিপক্ষে এই ম্যাচে ৮ উইকেটে জিতেছে ব্রাফেটের দল নিউইয়র্ক স্ট্রাইকার্স। আগে ব্যাটিংয়ে নামা স্ট্রাইকার্সের হয়ে সাতে নেমেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ২০১৯ সালে সর্বশেষ ম্যাচ খেলা ব্রাফেট। নবম ওভারে জাগুয়ার্সের আইরিশ পেসার জশ লিটলের বাউন্সার খেলতে গিয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। তবে এই আউট নিয়ে বিতর্ক আছে। ভিডিও রিপ্লে দেখে মনে হয়েছে, বল উইকেটকিপারের হাতে জমা পড়ার আগে তাঁর ব্যাটে নয় কাঁধে লেগেছিল; কিন্তু আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। এরপর ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে রাগ ধরে রাখতে না পারে ওই কাণ্ড ঘটান ৫ বলে ৭ রানে আউট হওয়া ব্রাফেট। শুধু তাই নয়, ডাগআউটে ফিরে ব্যাটও ছুড়ে মেরেছেন।

ভারতকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

আপনজন ডেস্ক: নিয়মিত গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ চোট পেয়ে মাঠ থেকে উঠে যান ৬৫ মিনিটে। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ তখন ১-০ গোলে এগিয়ে। মেহেদীর পরিবর্তে আসরে প্রথমবার মাঠে নেমেই গোলরক্ষক মোহাম্মদ আসিফকে হজম করতে হলো গোল। কিন্তু টাইব্রেকারে সেই আসিফই হয়ে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন। ভারতের দুটি শট আটকে দিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে গেলেন অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। ভাগ্য নির্ধারণী টাইব্রেকারে বাংলাদেশের জয় ৪-৩ ব্যবধানে। এর আগে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা ১-১ সমতায় ছিল। শিরোপার মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল। ২৮ আগস্ট হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। কাঠমান্ডুর আনফা কমপ্লেক্সে শুরু থেকে রক্ষণ জমাট রেখে পাল্টা আক্রমণের কৌশলে খেলতে থাকে বাংলাদেশ। ভারত আক্রমণে মনোযোগী হলেও বাংলাদেশের রক্ষণে এসে সুবিধা করতে পারছিল না। গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ ছিল সিদ্বহস্ত। দারুণ আত্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন ভারতের আক্রমণ। ত্রয়োদশ মিনিটে সতীর্থের থ্রু পাস ধরে গগমেশ্বর গেওয়ারি জোরালো শট কোনোমতে পা বাড়িয়ে আটকে দেন এই গোলরক্ষক। ধীরে ধীরে নিজেদের মেলে ধরতে থাকেন বাংলাদেশের ফুটবলাররা। ৩৫ মিনিটে মেলে সাফল্য। সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। বাঁ দিক থেকে রাব্বি হোসেন রাহুলের জোরালো আড়াআড়ি ক্রস গোলরক্ষকের গ্লাভস ছুঁয়ে চলে যায় আসাদুল মোল্লার পায়ে। নিখুঁত টোকায় জাল খুঁজে নেন এই তরুণ।
ব্যবধান ধরে রেখে বিরতিতে যাওয়া বাংলাদেশকে দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। খেলায় ফিরতে আক্রমণের পর আক্রমণ করতে থাকে ভারতের ফরোয়ার্ডরা। ৬৫ মিনিটে গোললাইন ক্লিয়ারেন্স করে বাংলাদেশকে গোল হজম থেকে বাঁচান ডিফেন্ডার কামাচায় মারমা আকাই। আগুয়ান গোলরক্ষক মেহেদী হাসানের মাথার ওপর চিপ করেন ভারতের গগমসার গয়ারি, বল পোস্টের দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু দৌড়ে গিয়ে ক্লিয়ার করেন আকাই। এর পরই মাঠ ছেড়ে যেতে হয় বাংলাদেশ অধিনায়ককে। গগমসার গয়ারি বুটের আঘাতে ব্যথা পান মেহেদী হাসান। তার পরিবর্তে মাঠে নামেন গোলরক্ষক মোহাম্মদ আসিফ।
অধিনায়ককে হারানোর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই গোল হজম করে বসে বাংলাদেশ। তাতে খেলায় ফেরে ভারত। বক্সের ভেতর থেকে নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন রিকি মিতে হোবাম। এরপর দুই দলই গোলে খোঁজে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দেখা পায়নি। বরং যোগ করা সময়ে কামাচায় মারমা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এর পরই শেষ বাঁশি বাজান রেফারি। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুসারে অতিরিক্ত সময় ছিল না সেমিফাইনাল ম্যাচে। খেলার ভাগ্য গড়ায় সরাসরি টাইব্রেকারে। যেখানে ভারতের প্রথম শটই ঝাঁপিয়ে আটকে দেন আসিফ। শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার বিশ্বাস ঢুকে যায় বাংলাদেশ দলের মধ্যে।

ডুপ্লান্টিসের হাতে পোল মানেই বিশ্ব রেকর্ড!

আপনজন ডেস্ক: ডায়মন্ড লিগের শিয়ামেন মিট-পোল ভল্টের বারটা ৬ দশমিক ২৪ মিটারে তুলতে বললেন আরমান্দ ‘মোন্দো’ ডুপ্লান্টিস। উঁচু সেই বারের দিকে তাকিয়ে দর্শক-সমর্থকেরা ক্ষণ গুনছিলেন, পোল হাতে কখন দৌড় দেবেন প্রিয় তারকা, কখনই-বা দেবেন চূড়ান্ত লাফটা। তিনি পারবেন তো? এ বছরেই এপ্রিলে চীনের শিয়ামেনে সেদিন ডুপ্লান্টিস পেরেছিলেন।
প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-৬ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে সোনার পদক আগেই নিশ্চিত করেছিলেন, ৬.১০ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে গড়ে ফেলেছিলেন অলিম্পিক রেকর্ডও। এরপর বারটা আরও ১ সেন্টিমিটার উঁচুতে ৬.২৫ মিটারে তুলতে বললেন ডুপ্লান্টিস। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—আরেকবার নিজের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করবেন। ৬ আগস্ট ডুপ্লান্টিসের সে চেষ্টাও সফল হয়েছিল।
এবার পোল্যান্ডের সিলেসিয়ায় ডায়মন্ড লিগ। সোনা যে ডুপ্লান্টিস জিতবেন, এ নিয়ে কারও মনেই হয়তো সন্দেহ ছিল না। প্রশ্ন ছিল—কদিন আগে গড়া নিজের বিশ্ব রেকর্ডটা আরেকবার ভাঙতে পারবেন সুইডিশ-আমেরিকান পোল ভল্টার? গতকাল বারটা ৬.২৬ মিটারে তুলতে বলে সেটা পেরিয়ে গেলেন ডুপ্লান্টিস। আরও একবার গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড! এ মৌসুমে এ নিয়ে তিনবার নিজেরই গড়া বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস, সব মিলিয়ে ১০ বার। ডুপ্লান্টিসের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার এই খেলা শুরু হয় মূলত ২০১৭ সালে। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রে অনূর্ধ্ব-২০ পর্যায়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন ৫.৯০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে। পরের বছর অনূর্ধ্ব-২০ পর্যায়েরই বিশ্ব রেকর্ড আবার ভাঙেন তিনি। বার্লিনে সে বছর পেরিয়েছিলেন ৬.০৫ মিটার উচ্চতা। সিনিয়র পর্যায়ে ডুপ্লান্টিসের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার শুরুটা ২০২০ সালে।

জয় শাহের উত্তরসূরি কি রোহন জেটলি?

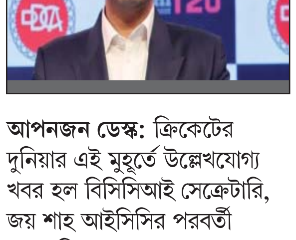

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটের দুনিয়ার এই মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য খবর হল বিসিসিআই সেক্রেটারি, জয় শাহ আইসিসির পরবর্তী সভাপতি হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর গ্রেগ বার্কলে-কে সহযোগিতা করার জন্য তিনিই প্রধান প্রার্থী। তবে শোনা যাচ্ছে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া শাহকে খুব জোরদার সাপোর্ট করবে। হিন্দি দৈনিক ভাস্কর সূত্রে খবর, যদি জন্য শাহ আইসিসির প্রেসিডেন্ট হন তাহলে ডিডিসি এর প্রেসিডেন্ট রোহন জেটলি তিনি কিন্তু বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি হতে পারেন। ২৭শে অগাস্টের মধ্যে সকলকে মনোনয়ন জমা দিতে হবে। যদি শাহ ওই লড়াইয়ে সফল হন তাহলে ৩৬ বছর বয়সে আইসিসির সর্বকনিষ্ঠ চেয়ারম্যান হয়ে এক অনন্য নজির গড়বেন তিনি। জগমোহন ডালমিয়া, শরদ পাওয়ার, এন শ্রীনিবাসন এবং শশাঙ্ক মনোহর যারা বিশিষ্ট ভারতীয় তারা এতদিন অনন্য সম্মানের অধিকারী ছিলেন। যদি শাহ নির্বাচিত হন তাহলে তিনি এই বিশিষ্টদের মধ্যে সর্বশেষতম হয়ে উঠবেন।

ক্যান্সারের কাছে পরাজয় ইংল্যান্ডের প্রাক্তন কোচের

আপনজন ডেস্ক: ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর সভেন গোরান এরিকসন জানিয়েছিলেন, বড়জোর আর এক বছর বাঁচতে পারবেন তিনি। তবে তার বলা ডেডলাইনের আগেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক কোচ।
আজ নিজ বাসায় ৭৬ বছর বয়সে ক্যান্সারের কাছে হার মেনেছেন এরিকসন। ইংল্যান্ডের প্রথম নন-ব্রিটিশ কোচের মৃত্যুর বিষয়ে তার সন্তান লিনা এবং জোহান বলেছেন, ‘আজ সকালে নিজ বাসায় শান্তিতে ঘুমিয়েছেন আমাদের বাবা সভেন গোরান এরিকসন। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থতার বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিলেন তিনি। অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়েছে।’ গত মাসে তার নামে ডকুমেন্টারি ‘সভেন’ মুক্তি পায়। সেই প্রামাণ্যচিত্রে এরিকসন বলেছিলেন, ‘ভালো একটা জীবন পেয়েছি। আমার মনে হয়, সবাই মৃত্যুর দিনটিকে ভয় পাই। কিন্তু জীবন মানে মৃত্যুও। এটা যেমন সেভাবেই আপনাকে গ্রহণ করা শিখতে হবে। আশা করি, সব শেষ হওয়ার পর লোকে বলবে মানুষটা ভালো ছিল। তবে সবাই তা বলবে না।’ দীর্ঘ চার দশকের কোচিং ক্যারিয়ার এরিকসনের। এ সময় জাতীয় এবং ক্লাব মিলিয়ে ১৭ দলকে কোচিং করিয়ে ১৮টি মেজর ট্রফি জিতেছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য ক্লাব হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি, লেস্টার সিটি, এএস রোমা এবং লাৎসিও। ২৭ বছর বয়সে ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানার পরেই ১৯৭৭ সালে সুইডিশ ক্লাব ডেগেরফোর্স আইএফকে দিয়ে কোচিংয়ের যাত্রা শুরু করেন এরিকসন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**